

3/105

2/22
3/105
3/10

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/40

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise
daily shall have to be paid.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

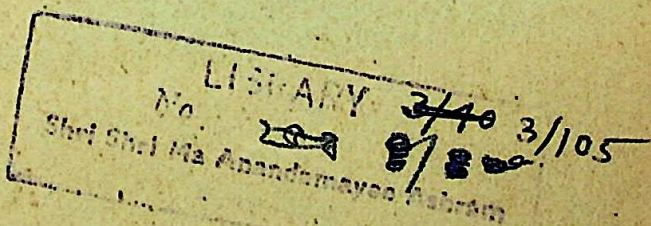
3/40 3/105
39
3/82

১/৪৫ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু

কৃত

সংকীৰ্ত্তন পদাবলী

PRESENTED



প্রকাশক

মহানাম সম্প্রদায়

৯৯, মানিকভলা মেন রোড, কলিকাতা



শ্রীশ্রীপ্রভু জগদবন্ধু
কৃত

৪/৪২

3/40

3/105

সংকীৰ্ত্তন পদাবলী

(নূতন ভাবে সজ্জিত)

LIBRARY
No..... ৪/৪২ 3/40 3/105
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

মহানাম সম্প্রদায় হইতে

প্রকাশিত

৫৯, মানিকতলা মেন রোড,

কলিকাতা

মূল্য ৮০ বার আনা মাত্র।



শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর শ্রীকরাঙ্কিত

অবিকল লোক

৪৥

আম নাশ্যাম রে. বাধা, নাশ্যামি কে. বাধা,
 অশ্রম নে মাছে। সিম। সিনী ॥
 চরনে সুবৈক-বালা, কঠীতে মুকুতা-মালা,
 ননে. বাই বাঁ ধিম। কি. সিনী ॥
 সুশ্রব মা. বিন হা. ডে, বসুধা. দিম। ডা. ডে,
 স্মিরো. ধ. রে. ম. ক. র. কু. ড. ল ॥
 ধবনে বে. ম. র. ধ. রে, ক. জু. ল. দা. ক. অ. ধ. রে,
 ট'ফে. ব. হে. ডা. ব. অ. ধ. রে ॥

৫৥

ধা. ধ. ক. মা. লিনী, যেন মা. না. লিনী,
 হা. ডে. ব. ক. জু. ল. মা. লিনী;
 ভ. র. ম. ম. র. ম, ধ. র. ম. ক. র. ম,
 মা. ম. রে. বা. জা. ব. বা. লিনী ॥
 বা. লি. ছে. ল. লি. ডা, হ'য়ে. বা. জা. লি. ডা,
 বা. হ. র. বা. হ. র. প্রা. বী;
 যদি. হে. মা. জে, ডে. চ. ন. চ. বা. জে,
 হাঁ. মি. বে. ব. ক. জু. ল. বী ॥

শ্রীশ্রীসংকীর্তন পদাবলী ৫০ পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদগুরু

কৃত

১/১৩
3/40

সংকীৰ্ত্তন পদাবলী

(নূতন ভাবে সংজ্ঞিত)

মহানাম সম্প্রদায় হইতে

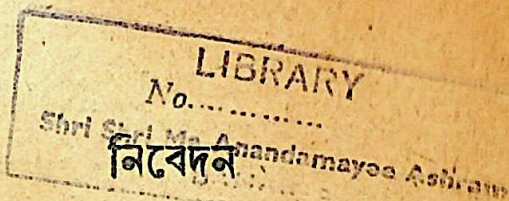
প্রকাশিত

৫৯, মানিকভলা মেন রোড,

কলিকাতা।

মূল্য ৫০ বার আনা মাত্র ।





বৈষ্ণবে রুচি শুদ্ধাভক্তি গোপীভাব কৃষ্ণরস

মুগল প্রেম ইহার উপরে আর কিছুই নাই— বন্ধুবানী

“গান মধ্যে কোন গান জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলী যেই গীতের মর্ম” ॥

—রায় রামানন্দ

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্ধনু স্তম্ভের পদ পদাবলী কাব্যভগতে নূতন বস্তু
নহে। বাংলার বৈষ্ণব কবিকুলের প্রাণ-নিষ্কাশ গুরু মধুরিমায় যে চির
পুরাতন রসোন্মাদনা নিত্য নবায়মান, শ্রীশ্রীপ্রভুর পদে তাহারই মুচ্ছনা।
ব্রজবনের যে নির্মল পিরীতি প্রবাহে বাংলার নিমাই মিতাই হাবুডুবু খাইয়া
“অমিয়া মথিয়া বিস্তার” করিয়াছেন—ফরিদপুরের আধার কুটিরে প্রভু জগ-
দ্ধনু স্তম্ভ তাহারই অতলস্পর্শী তলদেশে নিমজ্জমান। স্বয়ং আশ্বাদনকারী
পদ বাধিয়াছেন, তাই ইহার মাধুর্য নিক্রপম। শ্রীশ্রীপ্রভুর লিখনী হইতে লেখা
বাহির হইত যেন হরজুটা হইতে সুরধুনী ধারা। নিরবচ্ছিন্ন মহাভাবাবিষ্ট
সে মহামানস সরোবর হইতে নিখুত নিটোল পদকদম্ব স্বতঃ উৎসারিত
হইত। চিন্তা নাই ভাবনা নাই এতটুকু কাটাকুটি সংযোজন বিশোজন
সংশোধন নাই। নির্মল নির্দোষ গীতলহরী হরিদ্বারের গজাধারার মত
ঝরঝর ভরভর বহিয়া চলিত। আশাপাশে যারা থাকিত সবাই ভিজিত—
আজও ভিজে চিরকালই ভিজিবে। চিরসমুপ্ত এ সাহারার শস্য
ফলাইতেই ইহার আবির্ভাব। চির পুরাতনের এ আবির্ভাব নিত্য নব নব।

প্রায় পশ্চিম বংসর পূর্বে এই সকল পদ পূজাপাদ দাদা শ্রীমুত শ্রী
চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পদাবলী সংকলন নাম দিয়া প্রকা
কবিয়াছিলেন। এই সংস্করণে আমার কৃতিত্ব বিন্দুমাত্রও নাই। সংগৃহী
বস্তুকেই মাত্র লীলার পাঠ্যসূচ্যে সাজাইয়া প্রকাশ করা হইল।
পুরোভাগে শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীহস্ত লিখিত গানটর অবিকল রক এই সংস্করণে
অভিনব।

শ্রীশ্রীপ্রভু রচিত পদগুলি দুপ্রাপ্ত হইয়া পড়ায়, কয়েক বংস
পূর্বে শ্রীশ্রীপ্রভু পরম কৃপাভাজন এক ভক্তপ্রাণ উহার নূতন সংস্করণ
করিবার জন্ত আমার হাতে কিছু অর্থ অর্পণ করেন। তাহা দ্বারা অ
বংসর পূর্বে সংকলিত পদানুত প্রকাশিত হইয়াছিল। বাদবাকী অ
দ্বারা এই সংকলিত পদাবলী প্রকাশিত হইলেন। দেশের রাজনৈতি
বিপর্যায় ও অন্যাশ্রয় বাত প্রতিবাতের দরুন শুভ কার্য সম্পাদনে এত কা
বিনয় হইল। এতদ্ব্যতীত জীবাদয় তাহার চরণে ও ভক্তবৃন্দের চরণে
ক্ষমা প্রার্থী।

শ্রীশ্রীপ্রভু “উদ্ধারণ গ্রন্থ” শ্রীহরিকথা গ্রন্থখানি ও বাজারে নাই। প্র
ভক্তের মুখাপেক্ষী হইয়া প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন। আশা করি শীঘ্র
কেহ কৃপা দৃষ্টপাত করতঃ হরিকথা রসে ভক্তগণ সজীবিত করিবেন।

মধু ব্রহ্মের মধু লেখনী জয় যুক্ত হউক।

দাসাভাস
মহানাম ভ্রত

সূচীপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------|--------|
| আবাহন | ১ |
| গৌরগোষ্ঠ | ৩ |
| গৌরগোষ্ঠ | ৬ |
| গোষ্ঠ | ৯ |
| শ্রীশ্রীগৌর রূপানুরাগ | ১৩ |
| শ্রীশ্রীগৌর রূপানুরাগ | ১৫ |
| শ্রীশ্রীগৌর রূপ বর্ণন | ১৯ |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রূপানুরাগ | ২১ |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণন | ২৩ |
| “সুবল মিলন” তথাহি—“গৌরচন্দ্র” | ২৬ |
| অভিসার | ৪৯ |
| অভিসার | ৫১ |
| মানভঞ্জন | ৫৪ |
| রাস | ৫৬ |
| পদাঙ্ক দর্শনে বিরহ | ৫৯ |
| বিরহ | ৬২ |
| দশম দশা | ৬৫ |
| দশম দশা | ৬৭ |
| দশম দশা | ৭০ |
| দশম দশা | ৭২ |

৯/৯

| বিষয় | | | | পৃষ্ঠা |
|----------------|-----|-----|-----|--------|
| দশম দশা | ... | ... | ... | ৭৫ |
| মুর্ছাভঙ্গ | ... | ... | ... | ৭৭ |
| মুর্ছাভঙ্গ | ... | ... | ... | ৭৮ |
| মুর্ছাভঙ্গ | ... | ... | ... | ৮১ |
| প্রভাস বজ্র | ... | ... | ... | ৮৩ |
| প্রভাস বজ্র | ... | ... | ... | ৮৫ |
| প্রভাস বজ্র | ... | ... | ... | ৮৮ |
| চৈতন্য প্রচারণ | ... | ... | ... | ৯১ |
| চৈতন্য প্রচারণ | ... | ... | ... | ৯৩ |
| প্রার্থনা | ... | ... | ... | ৯৫ |
| প্রার্থনা | ... | ... | ... | ৯৭ |
| প্রার্থনা | ... | ... | ... | ৯৮ |
| প্রার্থনা | ... | ... | ... | ১০১ |
| প্রার্থনা | ... | ... | ... | ১০৩ |
| প্রবর্তি | ... | ... | ... | ১০৪ |

স্বামীজী আশ্রমে

PRESENTED

সদ ২২ম

শ্রীশ্রী প্রভুজগদ্বন্ধু

কৃত LIBRARY

শ্রীশ্রী সংকীর্তন পদাবলী

No. 101
Sri Sri Anandamayee Ashram
Varanasi

আবাহন ।

কোথা হরি, গৌরহরি, এস এস নদীয়াবিহারী ।
প্রভু বিশ্বস্তর, ভার হর, বিতর করুণাবারি ॥

- ১। অধম অজ্ঞান মুই অতি দুরাচার ।
দয়া করে' এ পামরে করহে নিস্তার ॥
(প্রভু নিস্তার হে) (অধম চণ্ডাল বলে')
- ২। সংসার জ্বালায় জ্বলে' মরি নিশিদিন ।
কটাক্ষ কি হবে প্রভু মুই দীনহীন ॥
(দয়া হবে কিহে) (মুইত ভকতিহীন)

গড় খেমটা ।

- ৩। মুই জীবাধম, ভজন অক্ষম,
রিপু সঙ্গে সদা গতি ।
শকতি বিতরি', যা করহে হরি,
মুই অতি দৃষ্ট মতি ॥

৪। করুণাবতার, কহে ত্রিসংসার,
 বারেক কটাক্ষ কর ।
 মুই হে পতিত, ত্রিতাপে তাপিত,
 ভরায় এসে কেশে ধর ॥

ঠুংরি ।

৫। কোথা গৌর গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস ।
 কোথা প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম হরিদাস ॥
 (প্রভু কোথা আছ হে) (দেখা দিয়ে শীতল কর)
 (এই পতিতে নিস্তার কর)

৬। কোথা রূপসনাতন শ্রীজীব গোপাল ।
 লোকনাথ রঘুনাথ ভূগর্ভ দয়াল ॥
 (হায়, তোমরা কোথায় আছ হে) (এসে দেখা দাও)
 (বিষয়-বিষে জ্বলে' ম'লাম)

৭। রামচন্দ্র নরোত্তম পদে সদা আশ ।
 তরাসে শরণ মাগে জগদ্বন্ধু দাস ॥
 (অস্ত্র সাধ নাই, সাধ নাই) (ছুটি রাজা চরণ বিনা)
 (দয়া কর এ অধমে)



শ্রীশ্রীসংকীৰ্ত্তন পদাবলী ।

৩

গৌরগোষ্ঠ ।

তাল—লোফা ।

প্রভাতে শচীর দ্বারে নিত্যানন্দ রায় ।

(নিতাই সেজে যে এল রে) (ভক্তগণ সঙ্গে করে)

(কুশুম চন্দন করে) (চারুফুলহার করে)

(সাজাইতে নিমাইয়েরে) (গোষ্ঠে নিতে নিমাইয়েরে)

উঠ রে নিমাই বলি ডাকে উভরায় ॥

(ঘন ঘন যে ডাকে রে) (নিমাই নিমাই, নিমাই বলে)

(উঠরে নিমাই বলে)

১। পূরব আকাশে অই অরুণ উদিল ।

(অই উঠিল উঠিল) (পূরব আকাশে ভান্ন)

(বিকাশি বিমল তনু)

সকল ভক্তগণ সাজিয়া আইল ॥

(তারা সেজে যে এল রে) (সকল ভক্তবৃন্দ)

(তুমি এস রে নয়নানন্দ) (তুমি এস রে হৃদয়ানন্দ)

(এস এস গদাধরানন্দ) (এস এস রে আনন্দকন্দ)

(একবার দেখি বদনারবিন্দ)

তাল—গড় খেমটা ।

২। পূরিল গগন বন বিহগের রোলে ।

(গগন পূরিল রে) (বিহগগণের রোলে)

(ফুলভরে তরু দোলে) (এস রে ভাই করি কোলে)

কত নিদ্রা যাও ভাই জননীর কোলে ।

(কত ঘুমাবি ভাই) (গোঠে যাবার বেলা হল)

(কত নিদ্রা যাবে বল) (ও তোর, সঙ্গিগণ সেজে এল)

(ভাইরে ঘরা উঠে গোঠে চল)

মোরাও মায়ের ছেলে তুমি একা নও ।

(তুমি একা নও ভাই) (মোরাও মায়ের ছেলে)

নিতি নিতি কেন ভাই ঘুমাইয়ে রও ॥

(কেন ঘুমায়ে রবি) (নিতি নিতি ঠাকুর হ'য়ে)

(মায়ের কোলে ঠাকুর হ'য়ে) (মোরা, সবে আছি দাঁড়া'য়ে)

তাল—ঠুংরি ।

৩। গোঠে চল বেলা হল, চল রে সাজিয়ে ।

(ঘরা এস এস ভাই) (গগনে হইল বেলা)

(কখন করিব খেলা)

তোর আশে মোরা দ্বারে আছি দাঁড়াইয়ে ॥

(সবে চেয়ে আছে ভাই) (নিমাইরে তোর আসার আশে)

তাল—গড় খেমটা ।

৪। এস রে নিমাই, পরাণের ভাই,

গগনে হইল বেলা ।

তোরে ল'য়ে সঙ্গে, প্রেমরসরঙ্গে,

করি হরিনাম খেলা ॥

শ্রীশ্রীসংকীৰ্ত্তন পদাবলী ।

৫

৫। সবে ফিরে ফিরে, সুরধুনী তীরে,
করি হরি সংকীৰ্ত্তন ।
ভক্তগণ সনে, সুধা বরিষণে,
ধন্য করি ত্রিভুবন ॥

তাল—দশকুশী ।

৬। নিতাই ডাকিছে দ্বারে, আর না থাকিতে পারে,
অমনি উঠিল রসগোরা ।
আর কি রইতে পারে গো) (ডাকে নিত্যানন্দ রায়)
(অমনি উঠে দাঁড়ায়) (ও সে, ভকতবংশল রায়)
৭। কবিত কাঞ্চন-তরু, জয়গ ফুলধনু,
কামিনীগণের মনচোরা ॥
(এত মনচোরা গো) (নবরসের গোরাচাঁদ)
(এ যে, ভকত হৃদয় চাঁদ) (এ যে, পেতেছে রূপের ফাঁদ)

তাল—ঠংরি ।

৮। সাজাইল শচীমাতা আপন ছলালে ।
অলকা তিলকা রেখা পরাইল ভালে ॥
(শচী, পরা'ল পরা'ল) (অলকা তিলকা রেখা)
(চুড়াতে ময়ূরপাখা) তাহে, রাধা নাম আছে লেখা)
৯। করেছে বলয় চাকু, চরণে নূপুর ।
কটতে নীলবাস মরি কি মধুর ॥

(ও তার কত বা শোভা গো) (চরণে হেম নূপুর)
 (নূপুর বাজে মরি কি মধুর)

১০। টাঁচর চিকুরে চূড়া, গলে হেম হার ।
 ক্ষীর সর চাঁদমুখে দেয় বারে বার
 (চাঁদ, মুখে যে দিল রে) (দধি ছুঙ্ক ক্ষীর সর)
 (সুখে, নাচে গোরা রসবর)

তাল—একতালা ।

১১। কোলে করি' নিতাইয়ের করে কর দিল রে ।
 (শটী সঁপে' দিল) (নিতাইয়ের করে করে)
 (প্রাণ গৌরঙ্গের করে) (ও সেই, নিত্যানন্দের করে করে)
 (ও তার, বসন ভিজে স্তননীরে) (ও সে, ভাসিছে নয়ননীরে)
 দাস জগতের মনে আনন্দ হইল রে ॥
 (সবে হরি বল) (প্রাণ গৌর গোঠে যায়) (গদাধর বামে দাঁড়ায়)
 (ভক্তগণ সঙ্গে ধায়) (বন্ধু ভাসে নয়ন ধারায়)

গৌরগোষ্ঠ ।

তাল—লোফা ।

ধর ধর নিত্যানন্দ অনুজ তোমার ।
 (নিতাই ধর ধর বাপ) (তোমারি অনুজ বটে)
 (তুমি রেখ সদা সন্নিকটে)

তোর হাতে সঁপে' দিছু নিমাই আমার ॥
 (তোরে সঁপে' দিছু বাপ) (আমার নিমাই চাঁদে)
 (এস ফিরে নির্বিববাদে)

১। রহিলাম শূন্য ঘরে গুনরে নিতাই ।
 (সব দেখেতো গেলি বাপ) (যে ভাবে রহিছু ঘরে)
 (সঁপে' দিয়ে করে করে)
 অচিরে আসিও ফিরে নিতাই নিমাই ॥
 (স্বরায় এস এস বাপ) (জীবন তোমার হাতে দিলাম)
 (শূন্য ঘরে পড়ে' রইলাম)

গড় খেমটা ।

২। ক্ষুধায় অমনি, দিও ক্ষীর ননী,
 দিয়াছি অঞ্চলে বেঁধে ।
 শুকাইলে মুখ, না হ'য়ে বিমুখ,
 আপনি দিও রে সেধে ॥

৩। অচিরে ছু'ভাই, নিমাই নিতাই,
 নেচে নেচে এস ঘরে ।
 পথ নিরখিয়ে, রহিছু পড়িয়ে,
 সঁপে' দিয়ে করে করে ॥

৪। অদূরে রহিয়ে, দূরে না যাইয়ে,
 রাখিবে আপন সাথে ।

রবি তাপ হ'লে, র'বে তরুতলে,
হাত দেহ মোর মাথে ॥

৫। শুন গো জননী, নিমাই এখনি,
এনে দিব করে করে ।
এত বলি সব, করি জয় রব,
যায় শূন্যধুনী তীরে ।

ঠংরি ।

৬। ধবলী শ্যামলী বলি ডাকে গোরারায় ।
বুঝিয়ে নিতাইচাঁদ বদন বাজায় ॥
(নিতাই বাজায় বাজায় গো) (শিঙ্গার শব্দ করে)
(ধায় সব পরিকরে)

৭। হেরি পারিষদ সব আনন্দে মগন ।
চৌদিকে বেড়িয়ে করে নাম সংকীৰ্তন ॥
(সব মাতোয়ারা গো হরিনাম সংকীৰ্তনে)
(নাচে আনন্দিত মনে)

৮। অদ্বৈত হৃদয়ে প্রেম সিদ্ধ উথলিল ।
বন্ধু ভণে ভক্তগণে ডুবিয়া রহিল ॥
(আহা ডুবে যে র'ল রে) (রাখা-প্রেম-বন্যাজলে)
(বন্ধু সাঁতারিয়ে চলে)

গোষ্ঠ ।

তাল—একতাল ।

প্রভাতে প্রফুল্ল প্রাণে সকল রাখাল ।

আসিছে নন্দের দ্বারে ল'য়ে ধেনুপাল ॥

(তারা ধীরে যে যায় রে) (ধেনু বৎস ল'য়ে সুখে)

(মধুর সংগীত সুখে)

১। অগ্রে আসিছেন রাম রোহিণীনন্দন ।

ধবল পর্বত পাশে যথা তরুগণ ॥

(রামের, কিবা শোভা রে) (যেন শ্বেত গিরিবর)

(কম্পে ক্ষিতি থর থর)

তাল—গড় খেমটা ।

২। শ্রীদাম সুদাম দাম শ্রীমধুমঙ্গল ।

বসুদাম বলভদ্র সঙ্গতে সুবল ॥

(তারা সেজে যে এলো) (হস্তেতে পাচনী সাজে)

(আনিতে রাখালরাজে)

তাল—লোফা ।

৩। ব্রজের গোধন মাঝে, কিশোর সুবল রাজে,

বাগী নীরে যেন কোকনদ ।

(যেন কোকনদ রে) (ধেনু বৎস মাঝে সুবল)

(ও তার প্রফুটিত মুখকমল)

৪। বুঝি গগনের শশী, ভূতলে পড়ে'ছে খসি,
 স্বর্ণ সরোরুহ ছ'টা পদ ॥
 (কিবা পদ ছ'টা রে) (নখরে অলক্ত-বিন্দু)
 (তথায় পড়ে' আছে কত ইন্দু)

তাল—ঠংরি ।

৫। নন্দরাজ-দ্বারে আসি হ'ল উপনীত ।
 কোথা রে কানাই বলি ডাকিছে দ্বরিত ॥
 (ঘন ঘন যে ডাকে রে) (কানাই কানাই বলে'সবে)
 (জাগাইতে প্রাণ কেশবে)

দশকুশী ।

৬। গগনে উঠল ভানু, উঠ রে জীবন কানু,
 আসিয়াছি সকল রাখাল ।
 গোষ্ঠে যাবার বেলা হ'লো, কত নিদ্রা যাবে বল,
 এস এস ও রে নন্দলাল ॥

৭। বিভাবরী হ'লো ভোর, ধবলী শ্যামলী তোর,
 দরশন তরে ঘন চায় ।
 না শুনিয়া তুয়া বেহু, গোষ্ঠে নাহি যায় ধেহু,
 হাওয়ারবে ডাকে উভরায় ॥

তাল—ঠংরি ।

৮। মায়ানিদ্রা ভাঙ্গি হরি যশোদারে কয় ।

রাখালের হুঃখ মাগো প্রাণে নাহি সয় ॥

(মোরে সাজা'য়ে দে মা) (শুন, হাষ্যারবে ডাকে গাই)

(আমি ধেনু ল'য়ে গোঠে যাই) (মোরে ডাকিছে দাদা বলাই)

৯। গোপালেরে কোলে করি উঠে নন্দরাণী ।

গোঠে যাবে নীলমণি ইথে কিবা হানি ॥

(ইথে কিবা হানি গো) (গোঠে যাবে নীলমণি)

(এত ভাবি উঠে রাণী)

তাল—গড় খেমটা

১০। সাজাতে লাগিল হরি, কিবা শোভা মরি মরি,

সোণার নূপুর দিল পায় ।

কটিতে ধড়া দিল, মস্তকে চূড়া বাঁধিল,

রাধানামাঙ্কিত পুচ্ছ তায় ॥

১১। মকর কুণ্ডল বালা, গলে দিল বনমালা,

অলকা তিলকা পরাইল ।

মণিরত্ন আভরণে, সাজা'য়ে গোপীমোহনে,

মোহনবংশী হস্তে তুলি দিল ॥

১২। দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর, খাওয়াইল অতঃপর,

কত বা ধড়ায় বান্ধি দিল ।

মুখে গদ গদ বাণী, দ্বার খুলি নন্দরাণী,
রাম করে শ্রামে সমর্পিল ॥

১৩। বাঁশরী বাজায়ে চলে কিশোরী মোহন ।

ধবলী শ্রামলী পদ করিছে লেহন ॥

(হরি পদ যে চাটে) (প্রেমে ধেহু গদ গদ)

(ও সেই, বিরিকিবাঙ্কিত-পদ) (ধন্য ধবলী শ্রামলী)

(আজ তোরা ধন্য হ'লি)

১৪। দাস জগদ্বন্ধু বলে হ'য়ে কুতূহলি ।

রাধা রাধা বলি গোষ্ঠে বাজিল মুরলী ॥

(গোষ্ঠে বাঁশী যে বাজে) (জয় রাধা শ্রীরাধা নামে)

(ধায় ধেহু ফুল্লপাণে) (গোকুল পুরিল তানে)

১৫। পুনশ্চ বলিছে দাস শুন সাধুজন ।

শ্রীকৃষ্ণের পদে সব কর সমর্পণ ॥

(সব সমর্প রে) (রাধাকৃষ্ণের যুগলপদে)

(বৃথা, ভুলে র'লে মোহমদে) (ও জীব, সংসারবন্ধন ত্যজ)

(ও সেই রাধা-দামোদর ভজ)



শ্রীশ্রীগৌররূপানুরাগ ।

তাল—লোকা ।

১। বারি আনিবারে বাই সুরধুনী নীরে ।

(বারি আন্তে যে গেলাম সহ) (পবিত্র জাহ্নবী নীরে)

(সখী, সেই না সুরধুনী নীরে)

রাকা শশী যেন আসি উদয় তীরে ॥

(যেন, উদয় হ'ল রে) (ষোলকলা শশধর)

(বিকাশি বিমল কর)

২। কাঞ্চন জিনিয়ে অঙ্গ খঞ্জন নয়ন ।

(কিবা অঙ্গ শোভা গো) (কাঞ্চন জিনিয়ে কায়)

(রূপ হেরি তমঃ লুকায়) (আবার, খঞ্জন নয়নে চায়)

(সখী, জীয়েনে পাশরা দায়)

না জানি সজনী কোন রমণীরঞ্জন ॥

(কার এমন ধন গো) (না জানি সে ধনী কেমন)

(সেই, না জানি সে সখী কেমন)

(ও সে, বুকে রাখে এমন ধন)

(সখী, ধন্য সে রমণী জীবন)

(মোদের, সখী বিফল জনম)

(মোরা, বৃথা করি দেহধারণ)

(মোদের আসা যাওয়া সার এখন)

৪। উরস বিশাল, অধর রসাল,
পাণিতল মনোহর ।
হেরি সে মূর্তি, পতি ত্যজে সতী,
গতি মত্ত করীবর ॥

তাল—দশকুশী ।

(আমার, হিয়ায় যে জাগে মা) (মৃগ চক্ষে চেয়ে র'ল)
 (আমার, মনপ্রাণ চুরি কৈল) (আমার, কুল ভরম নাশ কৈল)
 (আমার, হৃদয় মাঝে প্রবেশ কৈল)
 (আমার, হৃদে শেল বি'ধায়ে দিল)
 (আমার, কক্ষের কুম্ভ পাথে রইল)

৬। কুলনারী মনচোরা, ঐ নব-রস গোরা,
দীন দাস জগবন্ধু ভণে ॥

(তুই কি চিনিষ্ না চিনিষ্ না) (ঐ গোরা গুণমণি)
(ও যে চিত-হুড়ামণি) (ও সে, গদাধরের হৃদয়মণি)

(ও সে, শচীদেবীর নয়নমণি) (ভক্তজন্য চিন্তামণি)
 (এই ধনে বন্ধু ধনী) (তুই কি চিনিস্ না ধনি)
 (এই যে ধনী প্রেমখনি)

৭। গোরাক্ষপে বিমোহিতা নদীয়ানাগরী ।
 (সবে দাসী হ'লরে) (কুলমান ত্যজ্য করি)
 (গোরায়ে অনুরাগ করি) (হৃদে গোরাচাঁদে ধরি)
 (ধরি গৌর পদতরী) (সকল নদে' নাগরী)
 (তারা, কুলার্ণবে গেল তরি)
 প্রেমানন্দে মাতি সবে বল হরি হরি ॥
 (সবে হরিবল হরিবল) (নদে' নাগরী আনন্দে)
 (গৌরগদাধরানন্দে) (গৌরনিত্যানন্দানন্দে)
 (গৌরভক্তবৃন্দানন্দে) (বন্ধু সে পদারবিন্দে)

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণানুরাগ ।

তাল—লোফা ।

কিঙ্কণে হেরিনু গোরা সুধুধনী তীরে ।
 (আমি দেখে যে এলাম মা) (অতুল সে রূপরাশি)
 (অপরূপ রূপরাশি) (মুখখানি হাসি হাসি)
 (কটাক্ষে করে উদাসী) (আমার মনে বলে হই দাসী)
 (আমি ঐ চরণে হই দাসী) (ও সে, রূপের সাগরে ভাসি)
 (সদা সুখের সাগরে ভাসি)

ঘিরিল মানস মোর নিরাশা তিমিরে ॥

(আমার কিবা হ'ল মা) (কুলের ধরম গেল)

(আমার মনের ব্যথা মনে র'ল)

(আমার আশা যে ছুরাশা হ'ল)

(আমার শিরেতে বরজ প'ল) (আমার দিবসে যামিনী ভেল)

(আমার আলোকে আঁধার ভেল)

(আমার অশ্রুজল সার হ'ল)

১। বিরিকি বাঙ্কিত ধন গৌরাজ্জশুন্দর ।

(সে যে সাধনের ধন গো) (সাধনের ধন গৌর ধন)

(সে যে বিরিকি বাঙ্কিত ধন) (সে যে ভবাদির আরাধ্য ধন)

(ও সেই বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন)

(ও সেই, ধনের আশায় ধায় মন)

(সে যে হরে নি'ছে প্রাণমন) (সে যে নিয়াছে মনযৌবন)

(তা'রে করে'ছি সব সমর্পণ)

পদু হ'য়ে বাঙ্কি মোর লজ্জিতে ভুধর ॥

(বুঝি, পেলাম না পেলাম না) (গৌরাজ্জ অমূল্যনিধি)

(ও তা, মোরে কি মিলাবে বিধি)

তাল—দশকুশী ।

২। মাঝে কুল পারাবার, বহে খরতর ধার,
পর পারে গৌরা গুণমণি ।

(কিসে পার হব মা) (অকুল কুল পাথার)

(তাহে, বহে খরতর ধার) (আমার চারিদিকে অন্ধকার)

(আমি, নাহি হেরি পারাবার)

নাহি মোর পুণ্যফল, প্রেমরাগ ভক্তিবল,

মুই অতি সামান্য রমণী ॥

(তারে কিসে বা পাব সই) (বল কি উপায় করি)

(কেমনে পাই গৌরহরি) (আমি, দিবানিশি জ্বলে মরি)

তাল—ঠুংরি ।

৩ । দাস জগদ্বন্ধু বলে শুনলো সুন্দরী ।

নির্জনে সাধন কর পাবে গৌরহরি ॥

(আমার কথা যে রাখ সই) (নির্জনে সাধন কর)

(মনপ্রাণ এক কর)

৪ । জাহ্নবী সলিলে স্নান, তুলসী সেবন ।

দিবানিশি কর হরিনাম উচ্চারণ ॥

(হরিনাম যে কর লো) (সতত নির্জন র'য়ে)

(ভাবেতে বিভোর হ'য়ে) (ও সেই, কুলের আড়ালে র'য়ে)

(সদা কুলের আড়ালে র'য়ে)

৫ । দরশন পরশন শ্রবণ কীর্ত্তন ।

সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের বন্দিও চরণ ॥

(সদা মতি যে রে'খ গো) (সাধু গুরু বৈষ্ণবপদে)

(ও সে ঠাকুর বৈষ্ণবপদে) (দূর কর মোহমদে)
(সদা ঠিক থেকো পদে পদে)

৬। দেহ মন শুদ্ধ হ'লে জ্ঞানের উদয় ।
বন্ধু কয় তবে হয় প্রেম উদয় ॥
(প্রেম উদয় হয়) (শ্রবণ কীর্তন দাস্ত্রে)

একতালা

৭। কহিনু সাধনপদ বৈষ্ণব কৃপায় রে ।
(কোন বল নাই) (আমার কোন বল নাই)
(বৈষ্ণবকরণা বিনে)
প্রবর্তক সাধক সিদ্ধি জানিও সবায় রে ॥
(সবে এই জেন') (প্রবর্তক-সাধক-সিদ্ধি)
(যদি চাও, সে গোরানিধি) (গোরা সে বন্ধুর নিধি)
(সে যে, বন্ধুর হৃদয়নিধি)



শ্রীশ্রীগৌররূপ বর্ণন

তাল—লোফা

ল'য়ে স্বীয় সান্ধোপাঙ্গ, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাজ,

হরিনামে নদীয়া মাতায় ।

(ন'দে মাতাইল রে) (দিবানিশি হরিনামে)

(নামের নাহি বিরাম) (চালে শুধা অবিরাম)

(পবিত্র হইল ধাম)

বামে জাহ্নবী-কল্লোল, যুগল নামের রোল,

শুনীল অম্বর ভেদি' ধায় ॥

(শূন্য ভেদিয়ে ধায় রে) (যুগল নামের তানে)

(মন্ত সব নাম গানে) (সবে, ধাইছে প্রফুল্ল প্রাণে)

(তারা, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে) (তাদের, নাহি মান অভিমান)

গড় খেমটা

১। অগ্রেতে গৌরাজ রায়, নৃপূর বাজিছে পায়,

ঠমকে ঠমকে চলি যায় ।

(হেলে' ছলে' যে যায় রে) (ললিত ত্রিভঙ্গঠামে)

(গদাধরে ল'য়ে বামে) (মন্ত রাধাকৃষ্ণ নামে)

নবোদিত ভানু সম, মুখপদ্ম নিরূপম,

বিধু পদ-নখর আভায় ॥

(বিধু পদে যে আছে) (পদ মকরন্দ লোভে)
 (বাস ত্যজি' পদে শোভে) (আছে, পদ পরিমল লোভে)

তাল—ঠংরি ।

২। মৃণাল জিনিয়ে কর, রক্তবর্ণ বিশ্বাধর,

মৃদু মৃদু হাসি মরি তায় ।

(মৃদু মৃদু যে হাসে) (মরি, মৃদু মৃদু হাসে)

(রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাসে) (রূপে অন্ধকার নাশে)

(রূপে পাপতমঃ নাশে)

সুবিমল গণ্ড ভাল, কক্ষ বক্ষ সুবিশাল,

কটি হেরি' হরি লাজ পায় ॥

(হরি লাজ যে পায় রে) (সিংহ, কটি হেরি পায় লাজ)

(গোরার, কিবা সুমধুর সাজ)

দশকুশী ।

৩। কিবা সে নয়ন ঠাম, কি সুন্দর কেশদাম,

পাণিতল কোকনদ প্রায় ।

(যেন রক্ত অরবিন্দ) (গোরার রূপে রতিপতি নিন্দে)

রাই প্রেমে টলমল, “রা” বলিতে চক্ষে জল,

“ধা” বলিতে লুপ্তিত ধরায় ॥

(ভূমে গড়ি যে যায় রে) (মৃগ জাঁখি ঢল ঢল)

(ছ'নয়নে বহে জল) (সদা, রাধাপ্রেমে টলমল)

(ভূমে দেহ সুবিমল)

৪। কর্ণ দম্বত সুললিত, সৰ্ব্ব অঙ্গ সুগঠিত,

চারুমুখে হরিনাম গায়।

(হরিনাম যে গায় রে) (মধুর পঞ্চম স্বরে)

(মরি সুললিত স্বরে) (যেন কোকিলা কুহরে)

(হুই বাহু উৰ্দ্ধ ক'রে) (ও তার ছ'নয়নে বারি ঝরে)

(গাইতে গাইতে ভূমে পড়ে)

ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, গদাধরে বামে ল'য়ে,

বন্ধু মন মোহিয়ে দাঁড়ায় ॥

(কত রঙ্গ যে জানেরে) (রসের গৌরাঙ্গ মোর)

(গোরার, রূপের নাহি রে ওর)

(সদা প্যারীপ্রেম রসে ভোর) (ও সে জগদ্বন্ধুর মনোচোর)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপানুরাগ।

তাল—লোফা।

বিশাল কদম্বতলে, দাঁড়িয়ে শ্যাম কুতূহলে,

গলে শোভে বনকুলহার।

(মালা গলে যে দোলে রে) (বিনা সূতায় গাঁথা মালা)

গরুড় নখ নিন্দিত, কিবা নাসা সুললিত,

অলঙ্কৃত জিনিয়ে বিষাধর ॥

(ওষ্ঠের কিবা শোভা রে) (অলঙ্কৃত জিনিয়ে আভা)

(ব্রজগোপী-মনলোভা)

মোহনচূড়া বামেতে হেলায় ।

(ক্লেশের, চারুমুখ দেখবে বলে')

চরণে চরণ দিয়ে, অধরে বেণু লইয়ে,

ঢল ঢল পথপানে চায় ॥

(বাঁশী, রাধা বই আর শিখে নাই রে)

(বাঁশী, রাধা বই আর জানে নারে)

তাল—গড় খেমটা

চরণে নৃপূর ঘন বাজে ।

(রুণু বুহু যে বাজে) (মরি কি মধুর তানে)

(মরি মরি কি মধুর)

তাল--দশকুশী

চন্দন না করিলি আমায় ।

(অঙ্গে লেপিয়ে রইতাম) (ঘামিয়ে পদে পড়িতাম)

(কৃষ্ণপদাঘুজে আহা) (হেন দিন কবে হবে)
 কবে হবে হেন দিন, কৃষ্ণপদে হব লীন,
 জীবাত্মা মিলায়ে যাবে তায় ॥
 (ও দিন, কবে বা হবে রে) (দীনের সৌভাগ্যের দিন)
 (বন্ধুর সৌভাগ্যের দিন) (দেহ, যুগলে মিলায়ে যাবে)
 (দেহের, অস্তিত্ব না রবে ভবে) (আমি, যুগলে মিলিয়ে যাব)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণন

তাল—লোফা

মাধবী তরুর মূলে মদনমোহন ।
 (হরি দাঁড়িয়ে আছে গো) (মাধবী লতার আড়ে)
 (চাহিছে নয়নঠারে)
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাস, বঙ্কিম নয়ন ॥
 (এ যে তিন বাঁকা গো) (উরু বাঁকা ভুরু বাঁকা)
 (চক্ষের চাহনি বাঁকা) (বুবিরে হৃদয়ও বাঁকা)
 (পদনখে শশী রাকা)

১। রূপ হেরি রতিকাম করজোড়ে রয় ।
 (করজোড়ে যে রয় গো) (আতঙ্কে তনু রতি)
 (তারা নেহারে চারুমুরতি)

পদনখে কত রাকা শশীর উদয় ॥

(শশী উদয় যে হ'ল গো) (বিনোদ পদনখরে)

(যেন, ষোলকলাপূর্ণ করে')

(যেন, চন্দ্রলোক ত্যজ্য করে') (হরিণীর মন হরে)

তাল—গড় খেমটা ।

২। বিশাল উরসে শোভে বনফুলহার ।

(মালা বুকে যে শোভে) (বনফুলের গাঁথা মালা)

(বুঝি, দিয়াছে ভানুর বালা)

না দোলাতে দোলে মালা গাঁথনি রাখার ॥

(মালা আপনি দোলে) (না দোলাতে দোলে মালা)

(বিনা সূতায় গাঁথা মালা) (কমলিনীর গাঁথা মালা)

(ভাল, সেজেছে চিকণকাল)

৩। শ্রবণ যুগলে দোলে কদম্ব কুসুম ।

লেপিত অঙ্গেতে চারু কস্তুরী কুসুম ॥

(ও তার, কত যে শোভা) (কাণে কদম্ব কুসুম)

(অঙ্গে কস্তুরী কুসুম)

তাল—ঠুংরি ।

৪। তিলফুল নাসিকা কুঞ্চিত কেশদাম ।

চূড়াতে ময় রূপাখা লেখা রাখানাম ॥

(কিবা শিখি পাখা গো) (বামভাগে হেলে আছে)

(কৃষ্ণের, চরণপানে চেয়ে আছে) .

(তাহে, রাখা নাম লেখা আছে)

৫ । তেরছ নয়নে চাকু চাহনি চঞ্চল ।

কটিতেটে পীতধড়া করে বলমল ॥

(কিবা পীতধড়া গো) (বলমল বলমল করে)

(চারিদিকে আলো করে) (কিঙ্কিনি শোভে উপরে)

ভাল—দশকুম্বী

৬ । অধরে মধুর হাসি, বরষিছে সুধারামি,

যুগল করেতে ধরে বাঁলী ।

(বাঁলী ধরেছে ধরেছে) (যুগল যুগল করে)

(সুমধুর বিন্ধ্যধরে)

৭ । ভণে জগদ্বন্ধু দাস, এ বড় মনের আশ

ও চরণে চিরযুগবাসি ॥

(চির আশা যে আছে গো) (কৃষ্ণের দাস হ'ব বলে)

(র'ব পড়ে পদতলে) (সেবিব পদ কমলে)

(হেরিব নবযুগলে) (ভাসিব নয়ন জলে)

(সেবিব নবযুগলে)

তাল—ঠুংরি ।

- ৮। • সখী সনে অভিসারে যাব কুঞ্জবনে ।
 (অভিসারে যে যাব রে) (রাধানাথের অভিসারে)
 (দাঁড়াব কুঞ্জের দ্বারে) •
 করিব যুগল সেবা দেহপ্রাণমনে ॥
 (যুগল সেবা যে করব রে (সখীর সঙ্গিনী হ'য়ে)
-

“সুবল মিলন”—তথা হি—“গৌরচন্দ্র” ।

(সপ্তম খণ্ডে সম্পূর্ণ)

১ম খণ্ড ।

তাল—লোফা ।

- ১। গৌরীদাস সনে প্রাণ গৌরাস্তত্বন্দর ।
 (বড় শোভা যে হ'ল রে) (গৌরীদাস সনে গোরা)
 (ও সেই, কুল-নারী-মন-চোরা)
 (ও সেই রাধাপ্রেম-রসে ভোরা)
 রাধা রাধা বলিতে বিবশ কলেবর ॥
 (অঙ্গ অবশ যে হ'ল রে) (রাধা রাধা রাধা ব'লে)
 (গোরা, ভাসিছে নয়নজলে) (আবার, ধা বলিতে পড়ে ঢ'লে)
- ২। ভাবাবেশে গৌরাশশী অপে রাধা নাম ।
 (রাধা নাম যে অপে গো) (ভাবাবেশে গোরারায়)
 (আবার চকিতে চৌদিকে চায়)

(ও তার, বয়ান ভাসে নয়ন ধারায়)

নয়নে শ্রাবণধারা ঝরে অবিরাম ॥

(বারিধারা যে ঝরে গো) (কি জানি কি মনে হ'ল)

(গোৱার, নয়নে ঝরিছে জল) (চাঁদ গৌর কেন এমন হ'ল)

তাল—দশকুশী ।

৩। ধরি গোৱীদাস করে, চালতে ঢলিয়ে পড়ে,

অচৈতন্য ক্রীচৈতন্যরায় ।

(গোৱা ঢ'লে যে প'ল রে) (কি জানি কি মনে ক'রে)

(কোন ভাবিনীর ভাব মনে পড়ে)

(আহা, সোণার অঙ্গ ধূলায় প'ড়ে)

৪। কাঁপে অঙ্গ থরহরি, অমনি অঙ্কেতে ধরি,

গোৱীদাস গোৱারে সুধায় ।

(আমায় বল বল হে) (আজ কেন এমন হ'লে)

(কি ভাবিয়ে এমন হ'লে) (কেন বা নীরবে র'লে)

তাল—গড়গেমটা ।

৫। আজ আচম্বিতে, কি ভাবিয়ে চিতে,

কেন বা এমন হ'লে ।

ওহে গুণমণি, উপায় এখনি,

করিব চরণবলে ॥

গৌর উক্তি।

- ৬। কি কব তোমারে, হৃদয় মাঝারে,
 'জ্বলিছে বাড়বানল।
 তুমি হে বান্ধব, জানিতেছ সব,
 কর প্রাণ স্তবীতল ॥

তাল—ঠুংরি।

- ৭। নররস গোরা গৌরীদাসেরে নেহারি।
 ঘন আলিঙ্গন দেয় দু'বাহু পশারি ॥
 (যেন ধরিতে যায় গো) (গৌরীদাসের মুখ চেয়ে)
- ৮। সুরসিক গৌরীদাস জানি ব্যবহার।
 গৃহ হ'তে আনিলেক চম্পকের হার ॥
 (মালা এনে যে দিল রে) (সুরসিক গৌরীদাস)
- ৯। প্রেমভরে দিল মালা গোয়ার গলায়।
 রাধা বলি ভাসে রায় নয়নধারায় ॥
 (টাঁদ মুখ যে ভাসে গো) (নলিন-নয়ন জলে)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল।

- ১০। রাধার বরণ হার নেহারে সঘনে।
 (ঘন নেহারে) (চম্পকফুলের মালা)
 (ও সেই, রাধার বরণ মালা)

(গোৱাৱ, বাড়িল বিৱহুৱালা)

গুপত গোৱাঙ্গলীলা জগদ্বন্ধু ভণে ॥

(হৰি হৰি বল) (গোৱাটাঁদেৱ জয় দিয়ে)

(গোৱীদাসেৰ জয় দিয়ে) (গোৱভক্তগণেৰ জয় দিয়ে)

(জীব, জুড়া'বে তাপিত হিৰে)

২য় খণ্ড ।

তাল লোফা ।

১। বাজায়ে মোহন বেণু, বিপিনে চৰা'তে ধেনু,

কি ভাবিয়া যায় দূৰ বন ।

(হৰি দূৰে যায় রে) (কি জানি কি মনে কৰি)

(নিজ, সখাগণে পৰিহৰি)

২। সুবলৈৰ কৰে ধৰি, হেলে তুলে চলে হৰি,

বনশোভা কৰে নিরীক্ষণ ॥

(বনশোভা যে দেখে গো) (চলিতে চলিতে হৰি)

(হৰি, সুবলৈৰ কৰে ধৰি)

তাল—দশকুশী ।

৩। হৃদে প্ৰাণেশ্বৰী স্মৰি, মৰমে গুমৰি মৰি,

হৰিণ-নয়নে পথ চায় ।

(ঘন ঘন যে চাহে রে) (হৃদে প্ৰাণেশ্বৰী স্মৰি)

(ও সেই ৰাস-ৰসেশ্বৰী স্মৰি)

(স্মরি জীবনকিশোরী) (স্মরি জীবন ঈশ্বরী)

(ঘন, চকিতে চমকে হরি) .

(কাঁপে অঙ্গ থরহরি)

৪। কুসুম স্তবক হার, বলয়াদি অলঙ্কার,

গাঁথিতে গাঁথিতে চলি যায় ॥

(ধীরে ধীরে যে যায় রে) (আবেশে রসিকরায়)

(ভাবের আবেশে রসিকরায়)

(সেই, রাধিকা নাগররায়) (কমল নয়নে চায়)

(চকিত নয়নে চায়) (চুড়াটি বামে হেলায়)

(মোহন চুড়াটি বামে হেলায়)

(কটী হেলে পড়ে বাঁয়) (বিনোদ, কটী হেলে পড়ে বাঁয়)

(ও সে, মন্তর গমনে যায়) (ও তার নুপুর বাজিছে পায়)

তাল—গড় খেমটা ।

৫। সুবলের সনে, শ্রীকৃষ্ণ ভবনে,

বসিল নাগরবর ।

নব কিশলয়ে, নানাফুল চরে,

রচে হার মনোহার ॥

৬। হেরিতে প্রসূন, ফুল ধনুগুণ,

সঙ্কানে নিষ্ঠুর কাম ।

অবশ শরেতে, সুবল অঙ্কেতে,

চলিয়া পড়িল শ্যাম ॥

শ্রীশ্রীসংকীৰ্ত্তন পদাবলী।

৩১

তাল—ঠুংরি ।

- ৭। সুবলের সনে বনে বিহরে শ্রীহরি ।
 হেনকালে এ'ল তথা বৃন্দাসহচরী ॥
 (দূতী এ'ল এ'ল গো) (সুচতুরা বৃন্দাদূতী)
 (বড় সুচতুরা বৃন্দাদূতী)

- ৮। চম্পকের মালা ছিল, সুবলে অর্পিল ।
 সানন্দে সুবল, মালা শ্যামগলে দিল ॥
 (মালা গলে যে দিল রে) (মনোহর ফুলমালা)
 (ঘন, নেহারে চিকণকালা)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল ।

- ৯। মালা হেরি রাইরূপ হৃদয়ে জাগিল রে ।
 (হৃদে জাগিল) (মালা হেরি রূপরাশি)
 (সেই প্রাণকিশোরীর রূপরাশি)
 (সেই, প্রাণেশ্বরীর রূপরাশি) (অপরূপ রূপরাশি)
 (সদা, যার লাগি অভিলাষী)
 ভণে জগদ্বন্ধু হরি মুরছি পড়িল রে ॥
 (হরি মুরছিল) (বাতাহত তরু হেন)
 (কিস্মা, ছিন্ন নীলোৎপল হেন)
 (কত, চাঁদ ভূমে প'ড়ে যেন)

৩য় খণ্ড ।

তাল—লোকা ।

১। ভাবাবেশে রসময় ঢলিয়ে পড়িল ।

(বঁধু ঢ'লে যে প'ল রে) (ভাবাবেশে অবশ কায়)

(ভূ'মে গড়াগড়ি যায়) (কমল যেন ধূলায় লুটায়)

সুবল মরম জানি হৃদয়ে ধরিল ॥

(হৃদে ধরিল ধরিল) (দু'বাছ পশারি সুবল)

(যেন, মিশামিশি দু'টী কমল) (যেন কমলেতে নীলকমল)

২। নয়নে বয়ানে করে সলিল সিঞ্চন ।

(বারি ছিটাইছে গো) (নয়নে বয়ানে বারি)

(শ্রীরাধাকুণ্ডের বারি) (নূরছিত গিরিধারী)

(সুবল যতন করি) আপন অঙ্কেতে ধরি)

(সুবলের কোলে হরি) (কিবা শোভা মরি মরি)

আপন পিঙ্কন বাসে করিছে ব্যঞ্জন ॥

(ব্যঞ্জন করিছে করিছে) (আপন পিঙ্কন বাসে)

(বটু মানস তরাসে) (সুবল বটু মানস তরাসে)

(পরে জিহ্বাসে মধুর ভাষে)

তাল—দশকুশী ।

৩। আজ কেন কালশশী, রাধাকুণ্ডতীরে বসি,

আচম্বিতে এমন হইলে ।

(কেন এমন বা হ'লে ভাই) (কানাইরে তোর, কিবা হ'ল)

(প্রাণ কানাইরে তোর কিবা হ'ল) (কি কথা বা মনে প'ল)

(কি ভাব বা মনে প'ল)

(কেন মলিন মুখ-কমল) (কেন গুকা'ল মুখ-কমল)

(হেরি পয়াণ বিকল) (কানু মোরে বল বল)

৪ কি ব্যথা পেয়েছ মনে, বল এ অধীন জনে,

কেন ভাই নীরবে রহিলে ॥

(কেন নীরবে রলি ভাই) (হায়রে জীবন কানু)

(হারে রে রে ওরে কানু) (ও ভাই, উপরে উঠিল ভানু)

(নভের উপরে উঠিল ভানু) (ভানু যে হ'ল কুশানু)

(ভাইরে, হাস্যাবে ডাকে ধেনু) (তরা লওরে মোহনবেণু)

(একবার বাজারে বাজারে বেণু)

(ও ভাই, চল গিয়ে চরাই ধেনু) .

তাল—গড় খেমটা ।

৫ । হলাহলে দাবানলে, রক্ষা কৈলি বিষজলে,

সে ধার স্মৃতি প্রাণ দিয়ে ।

(ধার স্মৃতি ভাই) (চিরদিন বাঁচাইলি)

(কত দানব সনে যুঝেছিলি) (কত কষ্ট পেয়েছিলি)

(ও ভাই, কত কষ্টে রক্ষা কৈলি)

(মোরা, মরেছিলাম প্রাণ দিলি)

(কানাই, কত ভালবেসেছিলি) (কত খেলা শিখাইলি)

৬। হেরি ও মলিন মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
মনোদুঃখ কহ প্রকাশিয়ে ॥

(শ্যাম বল বল) (কেন বা এমন হ'লি)

(ও তুই কেন বা নীরবে রলি)

(মোদের, এঁট ফল খেয়েছিল) (কত কাঁধে ক'রেছিল)

(কাঁধে কত কষ্ট পেলি) (ও' ভাই, তাই কিরে ছেড়ে গেলি)

(ভাইরে, মোদের তাই কিরে ছেড়ে গেলি)

(যদি মোদের ছেড়ে গেলি) (তবে, কেননা রে ব'ধে গেলি)

শ্রীକୃଷ୍ଣ ଉକ୍ତି ।

৭। হারে রে সুবল,
কি বলিব বল,
বলিতে সরম ভেল ।

বলিবার নয়, বলিতে যে হয়,
পরাণ ফাটিয়া গেল ॥

৮। বাবট ভিতরে : : জটিলার ঘরে,
আছে প্রাণেশ্বরী রাধা ।

তথা হ'তে তায়, আনিয়ে হেথায়,
যুচাও মনের বাধা ॥

তাল—ঠুংরি ।

৯। পরাণ পুতলি প্যারী দেপারে সহরে ।

(তারে এনে দে এনে দে) (পরাণ পুতলি রাধা)

(তারে, এনে নাশ-মনবাধা)

হইব কিঙ্কর চিরজনমের তরে ॥

(তোর দাস যে হ'ব ভাই) (চিরজীবনের তরে)

১০। বাবটে সুবল বটু করিল গমন ।

(বটু চলিল চলিল) (বাবটে আয়ান ঘরে)

(বটুর পাঁচনৌ শোভিছে করে) (বটুর রূপে ভুবন আলো করে)

জগদ্বন্ধু ভণে হ'বে অপূর্ব মিলন ॥

(দৌহার মিলন যে হবে রে) (এই না রাধাকুণ্ড তীরে)

৪র্থ খণ্ড ।

ভাল—লোকা ।

১। কাতর রসিকবর মরম ব্যাধার ।

(বড় কাতর হ'ল রে) (রসিক নাগর রায়)

(নাগর, কাতর মরম জ্বালায়) (বঁধু, ক্রণে ক্রণে ধূলায় লুটায়)

(বঁধু, ক্রণে ক্রণে পথ চায়) (কত শশী যেন ভূমে লুটায়)

ফুল নীলোৎপল তনু ধরণী লোটার ॥

(ধূলায় গড়ি যে যায় রে) (শ্যামের সুন্দর অঙ্গ)

(ও সেই, কোটি অরবিন্দ অঙ্গ) (ধূলায় পড়িয়ে ত্রিভঙ্গ)

(ধূলায়, পড়িয়ে বাঁকা ত্রিভঙ্গ) (কোথা বা সে রসরঙ্গ)

(শ্যামের কোথা বা সে রসরঙ্গ)

(কেবল যাচিছে কিশোরী মঙ্গ)

- ২। মুরলী মোহনচূড়া পড়িয়ে ভূতলে ।
 (ভূমে লোটাইছে গো) (সাধের বিনোদবাঁশী)
 (বাঁকা শ্যামের মোহনবাঁশী) (কোথা সে মধুর হাসি)
 (বঁধুর কোথা সে মধুর হাসি)
 (ও সেই, বিধুমুখে স্মৃধা হাসি) (অমিয় পূরিত হাসি)
 (কোথা সে কটাক্ষরাশী)
 তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥
 (অঙ্গ ভেসে যে গেল রে) (যুগল নয়ন জলে)
 (কৃষ্ণের কমল নয়ন জলে) (কড়ু মুখে রা রা বলে)
 (নাগর রা রা রা রা বলে)

তাল—গড় খেমটা ।

- ৩। বটু হেসে হেসে, যাবটে প্রবেশে,
 জটীলা বুড়ীর পাশে ।
 মলিন বদন, মন উচাটন,
 মুখে গদ গদ ভাসে ॥

- ৪। মনোহুংখ ভণি, গুন গো জননী,
 বাছুরী হারাল বনে ।
 হের পিপাসায়, ছাতি ফেটে যায়,
 জল দেহ এইক্ষণে ॥

জটীলা উক্তি ।

৫। আহা বাছাধন, কেন ক্ষুধমন,
 যা ঐ বন্ধন ঘরে ।
 কুস্তে নিরমল, বারি সুশীতল,
 পিয় রে পরাণ ভরে ॥

৬। (তখন) সুযোগ পাইয়া, অমনি বাঁইয়া,
 মিলিল কিশোরী যথা ।
 সুবলে হেরিয়ে, চমকিতা হ'য়ে,
 শ্রীমতী জিজ্ঞাসে কথা ॥

ভাল—দশকুশী ।

সুবল উক্তি ।

৭। শুন কমলিনী রাই, বনে জীবন কানাই,
 তোমা বিনে ধরণী লুটায় ॥
 (কানু পড়ে যে আছে গো) (তোমার বিহনে প্যারী)
 (আজ, ধূলায় প'ড়ে গিরিধারী) (কানু কাতর হ'য়ে ভারি)
 (কানুকন্ঠে মইতে নারি) (রাখে, এ কন্ঠে মইতে নারি)

৮। মোর বেশ তুমি ধর, ছরিতে গমন কর,
 রাখাকুণ্ডে আছে শ্যামরায় ॥

(ছরা চল চল রাই) (চল চল গো রাখে)
 (তুমি বিনে কেবা সাধে) (এসেছি কিশোরী সাধে)

তাল—ঠুংরী ।

- ৯ । তুয়া বেশ ধরি রাই মুই থাকি ঘরে ।
 তুমি গিয়ে মোর বেশে ভেট নটবরে ॥
 (আমি ঘরে যে থাকি রাই) (তুমি গিয়ে ভেট কান্দু)

- ১০ । হার বালা নীল সাড়ী সুবলেরে দিল ।
 (ধনী দিল দিল গো) (হার বালা নীল সাড়ী)
 আপনি অমনি ধটি কটিতে বাঁধিল ॥
 (ধনী বাঁধিল বাঁধিল) (আপন কটিতে ধটি)

- ১১ । রচিল বিনোদ চুড়া এলায়ে কবরী ।
 (রাই র'চে যে নিল গো) (শিরেতে বিনোদ চুড়া) ।
 মুছিল সিন্দূরবিন্দু দরপণ ধরি ॥
 (ধনী মুছিল মুছিল) (ভালের সিন্দূরবিন্দু)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল ।

- ১২ । সুবলের বেশে বনে গমন করিল ।
 মধুর মঞ্জির নাদে কান্তার পুরিল ॥
 (বন ধনিত বা. বা) (রাধা পদে নুপুর বাজে)

৫ম খণ্ড ।

তাল—গড় থেমটা

১। ধায় কমলিনী, কনকনলিনী,
 মিলন-মঙ্গল রোলে ।
 নবীন রাখাল, গমন মরাল
 ধটির বসন দোলে ॥

২। স্মরি প্রাণেশ্বর, হয় অগ্রসর,
 গহন কানন মাঝে,
 অঙ্গ গন্ধ পেয়ে, রাখাকুণ্ডে যেয়ে,
 দেখে প'ড়ে রসরাজে ।

৩। মাধের বাঁশরী, ধায় গড়াগড়ি,
 খসিয়া প'ড়েছে চুড়া ।
 হেরি এ সকল, পরাগ বিকল,
 রাখিকা হৃদে বিধুরা ॥

তাল—দশকুশী ।

৪। হেটমুখে ছিল হরি, উঠে খড়্‌ফড়্‌ করি,
 ঝুন্‌ ঝুন্‌ শুনিতে শ্রবণ ।
 (অমনি উঠিল উঠিল) (হেটমুখে ছিল রায়)
 (সেই নবীননাগর রায়)

(চকিত নয়নে চায়) (চারিদিকে ঘন চায়)
(সুবল হেন দেখতে পায়)

৫। একি রে সুবল ভাই, কোথা প্রাণেশ্বরী রাই,
একা কেন বিরস বদন ॥

(কেন একা বা এলি ভাই) (কোথা কমলিনী রাই)
(কোথা প্রাণেশ্বরী রাই) (আমার পরাণ পুতলী রাই)
(কোথা রেখে এলি ভাই) (তারে, হেথা কি এনেছি সু ভাই)
(ভাই রে হেতা কি এনেছি সু রাই)
(আমি শুনে পরাণ জুড়াই) (আমি হেরে জীবন জুড়াই)
(বল বল বল ভাই) (বলরে সুবল ভাই)
(বলরে পরাণ ভাই)

৬। বটু বলে নীলমণি কোথা পাব রাই ধনি
গিয়াছিনু চন্দ্রাবলী বাসে ॥

(তারে কোথা বা পাব) (গেলাম বটে তার আশে)
(আমি গেলাম বটে তার আশে) (পরে, গেলাম চন্দ্রাবলীর বাসে)
আজ্ঞা কর গুণমণি চন্দ্রাবলী সুবদনী
আনিয়ে মিলাই তব পাশে ॥
(দাসে আজ্ঞা দেহ) (চন্দ্রাবলী আনি পাশে)
(আজ্ঞা দেহ নিজ দাসে) (কানাই আজ্ঞা দেহ নিজ দাসে)
(এতবলি বটু হাসে)
(শ্যামে বলি হৃদ হাসে) (রাই হাসে মনের উল্লাসে)
(বঁধুর দশা হেরি প্যারী হাসে)

তাল—ঠুংরী ।

- ৭। মিঃম্বাস ছাড়িয়া বলে শুনরে সুবল ।
 অমিয় পিয়াসে কিরে পিয়াবে গরল ॥
 (কেন গরল পিয়াবি ভাই) (অমিয় পিয়াসী আমি)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল ।

- ৮। বাহর বাহর বঁধু ত্যজ কোভরাশি ।
 (বঁধু বাহর বাহর) (ত্যজ নিজ কোভরাশি)
 হের পাশে বসি তব জগদ্বন্ধু দাসী ॥
 (নাথ চেয়ে দেখ) (হের দাসী নিজ পাশে)
 (আমি এসেছি তোমার পাশে) (বন্ধু এসেছে তোমার পাশে)

৬ষ্ঠ খণ্ড

তাল লোফা

- ১। রাধা রাধা বলি রাধাকুণ্ডে দিব বাঁপ ।
 ঘুচিবে বিরহ-শর মরম সন্তাপ ॥
 (আমি বাঁপ যে দিব রে) (রাধে বলে কুণ্ডলে)

- ২। হা রাধিকে প্রাণাধিকে জীবন ঈশ্বরী ।
 (তুমি কোথা বা আছ রাই) (রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী)
 (জয় রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী)

কিশোরী নিকুঞ্জেস্বরী) (আমার প্রাণেশ্বরী প্রাণকিশোরী)

তোমার বিরহে প্রিয়ে প্রাণ গরিহরি ॥

(একবার দেখে যাও দেখে যাও) (হরি হরি প্রাণে মরি)

(তোমা বিনে প্রাণে মরি) (রাধে তোমা বিনে প্রাণে মরি)

(আমার অস্তিত্বে কৃতার্থ করি)

(নিজ দাসকে কৃতার্থ করি) (দিয়ে রাতুল পদভরী)

(রাধে দেহ দাসে পদভরি) (আমি কামার্গবে যাই তরি)

(আমি প্রেমার্গবে যাই তরি)

৩। ডুবিতে শ্রীকৃষ্ণ নীরে দুই বাহু তোলে ।

(দুই বাহু যে তোলে গো) (ডুবিতে শ্রীকৃষ্ণ জলে)

(বঁধু ডুবিতে শ্রীকৃষ্ণ জলে)

(রাধা রাধা রাধা বলে) (জয় রাধা রাধা রাধা বলে)

(বয়ান ভাসে নয়ন জলে)

অমনি কিশোরী আসি করিলেন কোলে ॥

(অমনি কোলে যে নিল গো) (পড়িতে পড়িতে প্যারী

(বঁধু পড়িতে পড়িতে)

(ধৈর্যে, ধরে দুবাহু পশারি) (শোভার যাই বলিহারী)

তাল—গড় খেমটা ।

৪।

অঙ্গের পরশে হরি নাগরী চিনিল ।

(অমনি চিনিল যে (অঙ্গের পরশে হরি)

(হরি হেরিছে নয়ন ভরি) (রাইকে নেহারে নয়ন ভরি)

অধর অমিয় পিয়ে সাধ মিটাইল ॥

(সাধ মিটাইল রে) (অধর অমিয় পিয়ে)

(দৌহে, দৌহ অধর সুধা পিয়ে) (দৌহে, দৌহ মুখ নিরখিয়ে)

(দৌহে দৌহ অঙ্গ পরশিয়ে) (দৌহে দৌহ অঙ্গ আলিঙ্গিয়ে)

(আছে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে)

তাল—গড় খেমটা ।

৫। কোথা সে সুবল সখা কহ কমলিনী ।

(সুবল কোথা বা বল) (বল বল কমলিনী)

(তুমি বল রাখাবিনোদিনী) (একবার, বল আনন্দদায়িনী)

(দাসে, বল জীবনস্বরূপিনী) (বল, ত্রজের জীবনস্বরূপিনী)

কেমনে বিজন বনে এলে একাকিনী ॥

(রাখে বল বল) (কেমনে কাননে এলে)

(রাখে, এ বেশ বা কোথা পেলে)

তাল—ঠুংরি ।

৬। বল সুবলের সাজে কেবা সাজাইল ।

(কে সাজায়ে দিল রাই) (বল সুবলের সাজে)

(রাখে, রাখাল বালক সাজে) (দারুণ, আগ্রানের গৃহ মাঝে)

কখন কাচলো সাড়ী কোথা বা রহিল ॥

(কোথা রেখে বা এলে রাই) (কঙ্কন কাচলী বাড়ী)
 (রাখে, কুতূহল হ'ল ভারি) (আমি কিছুই বুঝিতে নারি)

রাই উক্তি ।

৭। বাঁশরী বাজায়ে বঁধু আইলে কাননে ।
 (তুমি কাননে এলে নাথ) (সকল রাখাল সনে)
 (সকল গোপাল সনে) (মুরলী ল'য়ে বদনে)
 কত কি ভাবিতে চিতে শিহরি সঘনে ॥
 (প্রাণ ব্যাকুল যে হ'ল শ্যাম) (কত কি ভাবিতে মনে)
 (বনে ফিরে কংশচরণে) (সদা ফিরে কংশচরণে)
 (কি জানি কি হয় বনে)
 (বঁধু না জানি কি হয় বনে) (আমার এই ভয় সদা মনে)

৮। শুনিবু সুবল মুখে কুশল সংবাদ ।
 (সুবল বলিল বলিল) (তোমার কুশল সংবাদ)
 (আমার, ঘুচিল মনের বিষাদ) (আমি গ'ণেছিলাম কত প্রমাদ)
 পূরিল রাখাল ছলে হৃদয়ের সাধ ॥
 (সাধ পূরিল পূরিল) (রাখাল বালক ছলে)
 (তোমার, সুখা সুবলের কৌশলে)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল ।

নবীন নাগর পাশে রসের মঞ্জরী রে ।
 (রাইয়ের কত শোভা) (নবীন নাগর পাশে)

(সেই নবনটবর পাশে) (যেন মেঘেতে চপলা হাসে)

(কাল মেঘেতে চপলা হাসে)

জগদ্বন্ধু বলে সবে বল হরি হরি রে ॥

(সবে হরি বল) (অপূর্ব মিলন হ'ল)

(সুবল বেশে মিলন হ'ল) (সবে বদন ভ'রে হরি বল)

৭ম খণ্ড ।

তাল—লোফা ।

১। বঁধু সাজে গৃহ কাজে, খাবটে বটু বিরাজে,

অশ্বেষণে এসেছি হেথায় ।

(আমি এসেছি এসেছি) (নাথ, তোমার অশ্বেষণে)

(প্রাণনাথ তোমার অশ্বেষণে)

(কত যে ভাবনা মনে) (নিরখিতে তোমা' ধনে)

(তাই এলাম বিজন বনে) (আছে, সুবল জটীলা ভবনে)

২। দেহ মন এ যৌরন, করিয়াছি সমর্পণ,

দাসী ব'লে রেখ রাঙ্গা পাশ ॥

(রাঙ্গা পদে যে রেখ' নাথ) (মুই তোমার চির দাসী)

(নদা, ও চরণ অভিলাষী) (তোমার, পাদপদ্ম মাগে দাসী)

(দাসী, পিষে পদ সুধারাসি) (সদা, অমিয় সাগরে ভাসি)

(পদ অমিয় সাগরে ভাসি)

তাল—গড় খেমটা

৩। মুই কুলবতী হই, কুলার্গবে কুলে হই,

তুমি মম শ্যাম রসময় ।

(বড় যাতনা শ্যাম) (মুই কুলবতী) (বল নাথ কি শক্তি)

(নিশিদিন দূরগতি) (বল, কিসে পাব অব্যাহতি)

৪। জনমে জনমে হরি, পদে করিও কিঙ্করী,

দাসী তব পদ পাশে রয় ॥

(সব দিয়াছি নাথ) ও শ্যাম নবঘন) (ওহে হৃদয়ের ধন)

(এই দেহপ্রাণমন) (দেহমন এ যৌবন)

(দাসীর আর কিবা আছে ধন)

(তোমায়, করেছি সব সমর্পণ) (ওহে ও সর্ববিস্বধন)

৫। (আমি) হৃদয় খুলিয়া, তোমায়ে ভরিয়া,

রাখিব পরাণ বঁধু ।

সাগরে নামিয়া, সিনান করিয়া,

পিব ও বদন মধু ॥

৬। তুয়া সঙ্গে সঙ্গে, প্রেমের তরঙ্গে,

অঙ্গ ভাসাইয়া দিব ।

শর বরিষণে, রসের মিলনে ,

নাশিব সব অশিব ॥

তাল—দশকুশী ।

৭। যাবটে সুবল বটু, সকল করমে পটু,

ভাবিছেন রন্ধনশালায় ।

(সুবল ভাবিছে ভাবিছে) (আয়ানের গৃহে বসি)

(ও সেই, রক্তনশালাতে বসি)

৮। বোগমায়া পৌর্ণমাসী, ছরিত গমনে আসি,

ললিতারে কাহিনী জানায় ॥

(দেবী বলে যে দিল রে) (ললিতার পাশে আসি)

(বোগমায়া পৌর্ণমাসী) (ব্রজের বোগমায়া পৌর্ণমাসী)

তাল—ঠুংরী ।

৯। যরে ছিল কুন্দলতা, ইঙ্গিতে সকল কথা,

বলিতে জটিল পাশে যায় ।

(কুন্দ চলিল চলিল) (জটিল বুড়ীর পাশে)

(কুন্দ, মুখে মৃদু মৃদু হাসে)

১০। আক্তা দেহ ওহে আই, বঁধুরে লইয়া যাই,

বারি আনিবারে যমুনায় ॥

(মোরা যাই যাই গো) (আক্তা দেহ ওগো আই)

(মোরা, সবে যমুনাতে যাই)

১১। জটিল আদেশ দিল, সুবর্ণ কলসী নিল,

চলিল যুগল দরশনে ।

(তারা সবে যে যায় রে) (সুবল সখার সনে)

(গভীর গহন বনে) (ও সেই, শ্রীরাধাকুঞ্জ বনে)

(যায়, যুগলকিশোর দরশনে)

১২। দেখিল সুবল সাজে, রাই কমলিনী রাখে,
রসময় নাগরের সনে ॥

(শোভার তুলনা নাই রে) (সুবলের বেশে প্যারী)

(দক্ষিণে মুরলীধারী) (রাইয়ের দক্ষিণে মুরলীধারী)

(দৌহার, রূপের যাই বলিহারী)

১৩। যার ধড়া চুড়া বাঁশী তারে অরপিল ।

আপনি রমণীবেশে সাজিয়া চলিল ॥

(ধনী সেজে যে চলিল) (আপনি রমণীবেশে)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল ।—

১৪। বারি ল'য়ে সবে গৃহে করিল গমন রে ।

(সবে গৃহে গেল) (যমুনার জল ল'য়ে)

(শ্রীরাধারে সঙ্গে লয়ে) (তার, আনন্দে মগন হয়ে)

জগদ্বন্ধু দাসে গায় সুবল মিলন রে ॥

(কিছু জানি না) (পালা শেষ করিলাম)

(কি রচিত্তে কি রচিলাম)

(কি লিখিতে কি লিখিলাম) (জানেন সব রাধাশ্যাম)

(জগদ্বন্ধু যায় ধাম) (দাস জগদ্বন্ধু যায় ধাম)

(দাসের বাঞ্ছা যেতে ব্রজধাম)

(দাসের পূরে ধেন মনস্কাম) (জগদ্বন্ধু হইল প্রণাম)

ইতি—

“সুবলমিলন সপ্তম খণ্ড সম্পূর্ণ ।”

অভিসার।

তাল—লোকা।

মোনেতে আছেন প্যারী সখিগণ সনে।

(ধনী নীরবে আছে গো) (যোগী যেন যোগাসনে)

(ভাবিতেছে একমনে) (বুঝি, বঁধুর কথা জাগে মনে)

অমনি মুরলীরব পশিল শ্রবণে ॥

(ধনীর কাণে যে গেল গো) (মোহন মুরলী ধ্বনি)

(চমকিতা রাই ধনী)

শ্রবণ ভেদিয়ে রব মরমে লাগিল।

(রব, মরমে লাগল গো) (কর্ণরন্ধ্র ভেদি রব)

(শ্যামের নিদারুণ বেগুরব) (ধনীর ধৈর্য্য মানে পরাভব)

ধৈর্য্য ধরিতে নারে উঠে দাঁড়াইল ॥

(ধনী দাঁড়াইল গো) (ধৈর্য্য ধরিতে নারে)

(আর কি রহিতে পারে) (দারুণ মুরলী স্বরে)

গড় খেমটা।

কভু উঠে কভু বসে শ্যাম-মোহাগিনী।

(রাধার কি হ'ল রে) (কভু উঠে কভু বসে)

(রাধার প্রাণ কি আছে স্ববশে) (বুঝি, মজল বেণু-গানরসে)

কিরাত ভাড়িতা যেন বনের হরিণী ॥

(যেন হরিণী গো) (নিষ্ঠুর ব্যাধ-ভাড়িতা)

(ধনী, কি ভাবে বা চমকিতা) (ধনী, কি ভাবে বা ব্যাকুলিতা)

দশকুশী

আপনা পাসরে রাধা, না মানিছে কার বাধা,

অন্য মনে সাজে সীমন্তিনী ।

চরণে স্বর্ণের বালা, কটিতে মুক্তার বালা,

গলে ধনী বাঁধিল কিঙ্কিনী ॥

নূপুর পরিল হাতে, বন্ধমল দিল তাতে,

নাসিকাতে মকর কুণ্ডল ।

শ্রবণে বেশর পরে, কজ্জল চাকু অধরে;

চক্ষে বহে প্রেম অশ্রাজল ॥

গড় খেমটা ।

ধায় কমলিনী, যেন পাগলিনী,

হাতে বনফুলমালা ।

ভরম সরম, ধরম করম,

পাশরে রাজার বালা ॥

বলিছে ললিতা, হ'য়ে ব্যাকুলিতা,

বাহর বাহর প্যারী ।

যদি হেন সাজে, ভেট নটরাজে,

হাসিবে অজের নারী ॥

ঠুংরি ।

ললিতা ধরিল গিয়ে কিশোরীর কর ।

রচিল রাধার বেশ অতি মনোহর ॥

(বেশ রচে যে দিল গো) (বনকুল আভরণে)

(মোহিতে মনোমোহনে) (যায় সবে বৃন্দাবনে)

(শ্যামচাঁদ দরশনে)

শ্যাম অভিসারে সবে যায় বৃন্দাবনে ।

মাধবী তরুর মূলে হেরিল গোহনে ॥

(কিবা দাঁড়ায়ে আছে গো) (তিন বাঁকা হ'য়ে হরি)

(চরণ চরণোপরি) (অধরে মুরলী ধরি)

(হের সবে আঁখি ভরি) (বল সবে হরি হরি)

দাঁড়াল শ্যামের বামে রাই রসবতী ।

বিমুগ্ধ বন্ধু হেরি যুগল মুরতি ॥

(কিবা অপরূপ রে) (বামে বুঝানুসুতা)

(যেন নীল নগে হেমলতা)

অভিসার ।

লোফা ।

সখীগণ মাঝে বসি শ্যাম মনোরমা ।

(ধনী ব'সে যে আছে গো) (রূপকথা আলাপনে)

(কাল-রূপ কথা আলাপনে) (ঘিরে আছে সখীগণে)

তারকা-বেষ্টিত যেন বিমল চন্দ্রমা ॥

(কিবা শোভা হ'ল রে) (তারা ঘিরে যে চাঁদ রে)

(এ যে শ্যামের হৃদয়চাঁদ)

বিনোদ রূপের কথা কহেন কিশোরী ।

(রূপের কথা যে বলে রাই) (না সরে রূপের কথা)

(শুনে সবে পুলকিতা) (শুনে সবে ব্যাকুলিতা)

শুনিছে নীরবে বসি সখ সহচরী ॥

(এক মনে যে শুনে রে) (নীরবে বসিয়ে সবে)

(হৃদয়ে স্মরি মাধবে)

ঠুংরি ।

সানন্দে বিশাখা সখী রাই অনুরাগে ।

(ধনীর আনন্দ হ'ল রে) (প্যারীর অনুরাগ জানি)

(আপনারে ধন্য মানি) (ও সেই, শ্যামের পক্ষপাতিনী)

কতেন বিশেষ করি সকলের আগে ॥

(ঘন ঘন যে বলে রে) (ননী-চোরা রূপের কথা)

(ও সে, মনোচোরা রূপের কথা) (এ যে বিশাখার চতুরতা)

কুটিলার ভয়ে সবে রহে সাবধানে ।

(সাবধানে যে রহে গো) (কুটিলা সাপিনীর ভয়ে)

(লাজ ভয়ে ভীতা হয়ে) (কুললাজ ভয়ে ভীতা হ'য়ে)

সায়াহু হেরিয়া চাহে বৃন্দাবন পানে ॥

(ঘন ঘন যে চায় রে) (মধুর বৃন্দাবন পানে)

(কালরূপের কথা জাগে প্রাণে)

(অভিসারের কথা জাগে প্রাণে)

তাল—দশকুশী ।

অমনি নিকুঞ্জ মাঝে, মোহন মুরলী বাজে,

ধৈরজ ধরিতে নারে রাই ।

(ধৈর্য্য মানে না মানে না) (মোহন মুরলী শুনি)

(শাগলিনী কমলিনী) (ব্যাকুল হ'য়েছে প্রাণী)

(অমনি, উঠে দাঁড়াইল ধনী)

বলে সহচরীগণে, চল সবে কুঞ্জবনে,

কালশশী দরশনে যাই ॥

(সবে চল চল গো!) (ঐ বাঁশী বাজে বনে)

(ধৈরজ না ধরে মনে) (প্রাণকান্তের দরশনে)

(প্রাণবল্লভের দরশনে)

তাল—গড় খেমটা ।

ধায় বিনোদিনী, বিনোদমোহিনী,

বিজন বিপিন মাঝে ।

অলিত চরণে, চলে প্রাণপণে,

যে দিকে বাঁশরী বাজে ॥

পশি' বৃন্দাবনে, হরিণ নয়নে,

চারিদিকে ঘন চায় ।

কুসুম ভূষণে. কদম্ব হেলনে,

দেখেন বিনোদ রায় ॥

ঠুংরি ।

হাতে ছিল বনমালা শ্যাম গলে দিল ।

(মালা গলে যে দিল রে) (সোহাগে রাঙ্গার বালা)

(কানন কুম্ভমালা) (বিনা সূতার গাঁথা মালা)

আপনি অমনি গিয়ে বামে দাঁড়াইল ॥

(বামে দাঁড়া'ল দাঁড়া'ল) (ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে)

(শ্যামনটবর-বামে) (যেন রে দামিনী দামে)

(দৌহার, পদে পড়ে রতিকামে)

দৌহে ঘিরে নৃত্য করে সকল সজনী ।

ভণে জগদ্বন্ধু সবে দাও হরিশ্রবণি ॥

(হরি হরি যে বল রে) (রাধাকৃষ্ণের মিলন হ'ল)

(সবে হরি হরি বল)

মানিভঞ্জন ।

(রাধে রাধে বল বদনে—সুর)

রাধে মোর হ'রো না গো বাম ।

তব চরণানুগত শ্যাম ॥

মম পিতা গোপরাজ,

মোরে গোষ্ঠে কিনা কাঙ্ক্ষ,

ভবে যে ধরি গো রাধে রাখালের সাজ ।

(সদা রাধানাম গাব ব'লে) (সদা রাধা যে বলি গো)

(সদা রাধা যে বলি গো বাঁশীসুরে)

আমি গাই নাম অবিরাম ॥

(রাধা পদ আশে)

১। পদে এই নিবেদন, আর আছে কিবা ধন,

শ্রামনাম লিখি দেহি যুগল চরণ ।

(রাধে দেহি তব যুগল পদ) (রাধে, পদ দাও পদ দাও)

(দাসে পদ দাও পদ দাও নিজগুণে)

আমি লিখি তাহে শ্রামনাম ॥

(দেহি যুগল পদ)

২। নাম লিখিতে গো পায়, যদি আঁচড় রাঁ যায়,

শিরেতে লিখিব নাম পদ দেহি তার ।

(আমার মস্তকে চরণ রাখ) (শিরে পদ যে রাখ গো)

(রাধে পদ যে রাখ গো শিরোপরি)

আমার পূর্ণ কর মনস্কাম ॥

(শিরে পদ দিয়ে)

৩। শুন সহচরীগণ সাক্ষী থাক সর্বজন,

বিকাইনু রাধাপদে দেহপ্রাণমন ।

(আমি রাধাপদে বিকাইলাম) (বিকাইলাম বিকাইলাম রাধাপদে)

বন্ধু ভ্রজে যেন পায় বিরাম ॥

(শুধে প্রাণকিশোরী)

রাস ।

তাল—লোকা ।

নিকুঞ্জকাননে কেলি গোপীগণ সনে ।

(তার তুলনা নাই রে) (নিকুঞ্জকাননে কেলি)

(গোপাঙ্গনাসনে কেলি)

আরম্ভেন হরি যোগ-মায়াবলম্বনে ॥

(হরি কেলি যে কৈল গো) (ত্রজ্জগোপীগণ নিয়ে)

(গোলোকের ভাব নিয়ে) (ও সেই, যোগমায়ার আশ্রয় নিয়ে)

১। নাচিছে নাগর সনে সকল গোপিনী ।

(তারা সবে যে নাচে গো) (শ্যাম নটবর সনে)

(নবীন নাগর সনে) (তারা নাচিছে প্রফুল্ল মনে)

রুণু বুনু বাজে ঘন নুপুর কিঙ্কিনী ॥

(ঘন ঘন যে বাজে রে) (হেম নুপুর কিঙ্কিনী)

(গগনে উঠিছে ধ্বনি)

২। নীলনভে হাসে শশী তারকাবেষ্টিত ।

(শশী নভে যে হাসে রে) (তারকাবেষ্টিত হ'য়ে)

(তারাগণের মাঝে র'য়ে)

তেমনি শোভেন শ্যাম সঙ্গিনী সহিত ॥

(মরি কি শোভা রে) (গোপীগণের মাঝে হরি)

(বামভাগে রাইকিশোরী) (শোভার বালাই ল'য়ে মরি)

তাল—কুংরি।

৩।

বাছে বাঁশী সপ্তস্বর মুরজ মৃদঙ্গে ।
(কি বাজাইছে গো) (মুরজ মৃদঙ্গ বাঁশী)
(আনন্দ সাগরে ভাসি) (ঢালে সুখা রাশি রাশি)
মন্দিরা তাম্বুরা বীণা অভিনব রঙ্গে ॥
(মরি কিবা রঙ্গ রে) (স্নেহেতে মগন হবে)
(মন্ত নৃত্যগীত হবে)

ভাল—একতাল।

৪ । ললিতা বিশাখা চিত্রা লবঙ্গ মঞ্জরী ।
 তুঙ্গবিছা ইন্দুলেখা স্ত্রীদেবী স্ত্রীন্দরী ॥
 (তারা নাচিছে গো) (রাসরসমত্তা হ'য়ে)
 (নব নটবর নিয়ে)

ভাল—গড় খেম্টা ।

৫। স্বপ্নরাজ সঙ্গে গোপী নাচে গায় রঙ্গে ।
কোকিল পঞ্চম ভানে জাগায় অনঙ্গে ॥
(কোকিল জাগাইছে) (রাসের বাজারে কামে)
(গেয়ে মধুর পঞ্চমে)

৬। কেহ ফুলমনে,
 নটবর সনে,
 সুমধুর স্বরে গায় ।

৭। / কেহ-হেসে হেসে, রসের আবেশে,
 শ্যাম অঙ্গে ঢলে' পড়ে ।
নাগর রসিয়া, সুখেতে ভাসিরা,
 আবরে দু'করে ধরে ॥

दशकुनी

৮। রাসশ্রমে অবিশ্রাম অঙ্গেতে বহিছে ঘাম,
 যায় সবে কালিন্দীর তীরে ।
 (তার। সবে যে যায় রে) (কালিন্দী যমুনার জলে)
 (যমুনার নীল জলে) (রাসশ্রমে ঢলে' ঢলে')
 (বাহু রাখি বঁধুর গলে)

৯। যুগলে বেঁটন করি সুখে সকল সুন্দরী
জলকেলি করে নীল নীরে ॥
(জলকেলি যে করে রে) (যুগলে বেঁটন করি)
(খেলে সব সহচরী) (ঘন ছিটাইছে বারি)

তাল—চুংরি ।

১০। রাই ল'য়ে শ্যাম রাই,
দূরে সীতারিয়ে যায়,
পুনঃ মিলে-সখীগণ সনে।

(কত রজ বে করে গো) (রসিক বিনোদ রায়)
 (সাতারিরে দূরে যায়) (রাই ল'য়ে চলে যায়)
 (কভু বা জলে লুকায় কার) (কভু বা বারি ছিটায়)
 ভাণে জগদক্ষু দ্বিজ, দৌহ পদ সরসিজ,
 কবে মুই সেবিব যতনে ॥
 (কবে সেবিব সোবব) (রাধাকৃষ্ণের হুগল পদ)
 (ও সেই, গোপীকালাজিত পদ) (আশি ভাবে হ'য়ে গদগদ)
 (ও সেই কোটি-কোকনদ পদ)

তাল—একতাল ।

১১ । ঠাকুর বৈষ্ণবগণ দয়া কর দাসে হে ।
 দেহ গোপীদেহ মুই থাক রাধাপাশে হে ॥
 (গোপীদেহ দেও) (ঠাকুর বৈষ্ণবগণ)
 (করি রূপা বিতরণ) (করি শক্তিসংসারণ)
 (দেহ দাসে শ্রীচরণ)

পদাঙ্ক দর্শনে বিরহ ।

তাল—লোকা ।

আনিতে যমুনা বারি, ধীরে ধীরে ধান প্যায়ী,
 কক্ষে কুস্ত কুটিলার সনে ।

(ধীরে ধীরে যে যায় রে) (গজেন্দ্র গমনে ধনী)
(এলায়ে পড়েছে ধনী)

১। যুগ আঁখি উর্দে ধায়, কভু বনপানে চায়,
কভু চায় যুক্তিকার পানে ॥
(ঘন ঘন যে চায় রে) (কি যেন দেখিবে বলে')
(চলিতে চরণ স্থলে)

২। যেতে যেতে পত্রোপরে, পদচিহ্ন আছে পড়ে,
ধ্বজবজ্রাক্রুশ রেখা তাহে ॥
(ধনী চেয়ে যে র'ল) (গোবিন্দপদাক্ষ পেয়ে)
(নির্নিমেমে আছে চে'য়ে) (যুগ আঁখি ছল ছল)
(স্বর্ণ কুন্ত ভূমে প'ল)

৩। মস্তুর গমনে যায়, প্রাণ নাহি যেতে চায়,
সঘনে কাঁপিছে, দেহতরু ॥
(তনু ঘন যে কাঁপে) (শ্যাম-প্রেম ফুলভারে)
(রতিপতির পঞ্চশরে) (আর না চলিতে পারে)
(আর না দাঁড়াতে পারে) (বুঝি ভূমে ঢলে' পড়ে)

তাল—ঠুংরি ।

৪। কুণ্ঠিত করিয়া নাশা, বুটীলা করে জিজ্ঞাসা,
কেন রাই এমন হইলি ॥
(তোর কিবা হ'ল রে) (পথে কেন এমন হ'লি)

(বুঝেছি তোর চতুরালি) (তোর হৃদে জাগে বনমালী)
(স্বামীকুলে দিলি কালি)

৫ । লম্পট তস্কর রায় তারে ভাবা না জুয়ায়,
চল মোরা আনি গিয়ে বারি ॥

(তারে ভুলে যাও রে) (লম্পট তস্কর শ্যাম)
(চুরি করে অবিরাম) (তারে ভেবে কাজ নাই)
(চল মোরা যাই রাই)

৬ । কৃষ্ণ নিন্দা শুনি কানে, কমলিনী অভিমানে
পড়িলেন ধরার উপরে ॥

(ধনী ঢলে' যে প'ল রে) (বাতাহত ভরুপ্রায়)
(একে অঙ্গ জর জর) (তাহে, কৃষ্ণ নিন্দা গুরুতর)

ভাল—দশকুণী

৭ । বন্ধু বলে ও কুটিলে, হেথা কেন নিরবিলে
পুনঃ মোর শ্যামে দেহ গালি ॥

(রাই এখনি উঠিবে) (পুনঃ পুনঃ শুনে নাম)
(গালি দেহ অবিরাম) (গাও নাম অবিরাম)

বিরহ।

তাল—গড় খেমটা

বিরহ বিধুরা ধনী ধূলাতে ধূসর।

(ধূলায় ধূসর হ'ল রে) (বিরহিনী কমলিনী)

(যেন ছিন্ন পঙ্কজিনী)

কালিমা ঘিরিল মরি হেম কলেবর ॥

(অঙ্গ কালি যে হ'ল রে) (কষিত কাঞ্চন অঙ্গ)

(ও সেই সোণার বরণ অঙ্গ)

তাল—লোফা।

১। এলায়েছে নীলসাড়ী কবরী কিঙ্কণী।

(সব এলায়েছে গো) (কবরী কিঙ্কণী সাড়ী)

(ধূলায় পড়ে' রাইকিশোরী)

বাতাহত তরু হেন পড়ে' বিরহিনী ॥

(ভূমে লুটাইছে গো) (বিরহিনী বিনোদিনী)

(এ যে প্রেমের পুতলীখানি) (এ যে সোণার পুতলীখানি)

তাল—গড় খেমটা।

২। পূর্ণিমার চাঁদ যেন পড়েছে বসিয়া।

(চাঁদ খসে যে প'ল) (প্রেম আকাশের চাঁদ)

(প্রেম আকাশের রাই চাঁদ) (না মিটিতে মনসাধ)

গড় খেমটা ।

৭। কিবা স্থললিত স্বরে, শারী শুক গান করে,
কুঞ্জধারে নাচে কুরঙ্গিনী ।

(তারা নাচিছে গো) (শারী শুক কুরঙ্গিনী)
(কাননে নাচে শিখিনী) (নাচিছে শিখী শিখিনী)
(তারা নাচে হয়ে উন্মাদিনী)

৮। উঠ উঠ চন্দ্রাননে, আর কেন ধরাসনে,
বসন সম্বর বিনোদিনী ॥

(রাখে উঠ উঠ) (উঠ প্রাণ প্রিয়তমে)
(তুমি উঠ প্রাণ প্রিয়তমে) (একবার চাহ নলিন নয়নে)
(একবার চাও হরিণ নয়নে) (ধনো আর কেন ধরাসনে)
(উঠ বাঁচাও কিঙ্করিগণে) (একবার হাসাও বিধুবদনে)
হেসে হাসাও তোমার দাসিগণে)

ঠুংরি

৯। হের সখী, কমলাখি এল দূতী সনে ।
(অই এল এল লো) (দূতী সনে রসরাজ)

(সখী এ বে ভূপতির সাজ)

ধড়া চুড়া বেণুহীন মলিন বদনে ॥

(সখী হের হের লো) (অই এল অই এল হরি)
(শিরে বেঁধেছে পাগড়ী)
(চুড়া বাঁশী পরিহারি)

১০।

পাড়িল রসিকবর রাই পদতলে ।

ধোয়াইল রাধাপদ দু'নয়ন জলে ॥

(হরি পাড়িল পড়িল) (কমলিনী চরণতলে)

(ভাসিছে নয়ন জলে) (চরণ ধোয়া'ল নয়নজলে)

(হের সবে কুতূহলে)

১১।

দু'হাতে বতনে ধনী তুলেন নাগরে ।

(ধনী তুলিল তুলিল) (দুই কর অগ্রসারে)

(আপন নাগরে ধরি) (বল সবে হরি হরি)

জগদ্বন্ধু ভণে বঁধু রহে ষোড়করে ॥

(করষোড়ে বল রে) (রাই কমলিনীর আগে)

(রাধা বিনোদিনীর আগে) (রাধা পাদপদ্ম আগে)

(অপরাধ হৃদে জাগে) (হাসে বন্ধু একভাগে)

দশম দশা

(কীর্তন — সুর)

মোরে ঘিরে বস সখীগণ, দেখে যাই তোদের চন্দ্রানন ।

তোদের কমলিনী, এ সজনি ! বিদায় মাগিছে এখন ॥

১। কেন ওলো বিশাখে, পটে দেখালি তাকে,

এখন গরলে জরিল অঙ্গ বুঝিবে বা কে ।

শ্রাম-বিচ্ছেদ-বিষ, দিবানিশি, মোরে করিছে দাহন ॥

- ২। সখী কেঁদ না লো আর, মোরে কাঁদা'ও না আর,
তোমরা কাঁদিলে দশা বুঝে কে আমার !
এখন জনে জনে ফুলমনে, লহ মোর আভরণ ॥
- ৩। শারী শুক শিখিনী, কোকিল কুরঙ্গিনী,
(তারা) দেশে দেশে গ'য যেন মোর দুঃখ-কাহিনী ।
এখন হৃষ্ট চিতে, ও লিতে খুলে দাও তাদের বন্ধন ॥
- ৪। র'ল র'ল কুঞ্জবন, শ্যাম-প্রেম-নিকেতন,
বুধা এ বৈভব বিনে মদনমোহন ।
তাজি সকল খেলা, যাবার বেলা, দেহ মোর আলিঙ্গন ॥
- ৫। তুঙ্গবিছা ললিতা, চিত্রা চম্পকলতা,
রক্তদেবী বিশাখা স্নুদেবী ইন্দুলেখা ।
তোমরা ফিরে ফিরে, ঘিরে ঘিরে, কর হরি সংকীৰ্ত্তন ॥
- ৬। এত বলতে অমনি, চলে পড়িল ধনী,
দেহের ইন্দ্রিয় দশ গেল তখনি ।
বন্ধু কাঁদিয়ে কর, এমন সময়, কোথা রাধিকারঞ্জন ॥

দশম দশা ।

ধনী ধূলায় পড়ে অচেতন,

লোগেছে দশনে দশন ।

রাইয়ের দশে দ্রিগ দেহ ছেড়ে করিয়াছে পলায়ন ॥

- ১। হেম জিনি কলেবর, আজি ধূলায় ধূসর,
কালিয়া ঘিরিল সুবিঘ্নল বিস্বাধর ।
ধনোর মুখশশী, হ'ল মসৌ ভালে উঠিল নয়ন ॥
- ২। ধনী নাহি নাড়ে পাশ, নাসার না বহে নিঃশ্বাস,
ফুরাল প্রেমের হাসি ও মধুর ভাষ ।
আজি রাহু যেন শশধরে করিল গ্রহণ ॥
- ৩। যখন চেতনা ছিল, কত কথা বলেছিল,
নয়নধারাতে এই ধরা ভিজাইল ।
(তার) একবিন্দু অশ্রুজল গণ্ডেতে আছে এখন ॥
- ৪। জানি সলিলে কমল, এ যে কমলেতে জল,
বিমল চন্দ্রিকালোকে করে ঢল ঢল ।
জিনি শতদল, পরিমল, শ্রীরাধার চন্দ্রানন ॥
- ৫। যেন গগনের শশী ভূমে পড়েছে খসি,
কাঁদিছে রূপসৌ সব নিকটে বসি ।
বলে হা রাধিকে, প্রাণাধিকে, একা করো না গমন

৬। যত ব্রজ গোপিনী, মোরা তোর সঙ্গিনী,
জীবনে মরণে হব অনুগামিনী ।
রাখে তো বিরহে, এ ছার দেহে, কেন রয়েছে জীবন ॥

৭। তোর সাধের বৃন্দাবন, নিধু নিকুঞ্জ কানন,
কারে দিয়ে গেলি বাঁকা মদনমোহন ।
তোরে লয়ে সাথে, যমুনাতে, কারি প্রাণ বিসর্জন ॥

৮। সব সহচরিগণ, রাই শোকাতে মগন,
হা রাধামাধব বলি করিছে রোদন,
জগদ্বন্ধু ভনে, নাম শুনে, ধনী পাইল জীবন ॥

তাল—একতাল ।

হরি হরি হইল বিদায় ।

শ্রাম বিরহে জীবন যায় ॥

১। হরি প্রেম পিয়াসে, হরি জলদ আশে,
ছিল রাধা চাতকিনী হৃদয় আকাশে ॥

(হরি পিয়াস অনল প্রবল হ'ল) (বুঝি চাতকী মরে লো)
(বুঝি চাতকী মরিল বারি বিনে) (মরে, হরি প্রেম পিপাসায়)
(কণ্ঠ শুষ্ক হ'ল)

২। শুন নহচরীগণ, বুঝি নিকট মরণ,
 ঘোরে ল'য়ে নিধুবনে চল সর্বজন।
 (আমায় সঙ্গে করে ল'য়ে চল) (আমার সর্বদাঙ্গে লেপিও)
 (আমার সর্বদাঙ্গে লেপিও যমুনা মাটি)
 সখী শ্যামনায় লিখ তায় ॥
 (জীবনান্তকালে)

৩। এই শেষ আকিঞ্চন, যবে হবে লো মরণ,
 ভমালের ডালে দেহ করিও বন্ধন।
 (আমায় কৃষ্ণ এলে দেখা'ও) (বাঁকা সখাকে দেখা'ও)
 (বাঁকা সখাকে দেখা'ও শববপু)
 তাহে বসিবেন শ্যামরায় ॥
 (দাসী মনে করে)

৪। কথা কহিতেছিল, অমনি ঢলে পড়িল,
 অসময়ে কমলকলি শুকাইল।
 (কমল অকালেতে শুকাইল) (রাই ঢলে যে প'ল রে)
 (রাই ঢলে যে পল রে অচেতনে)
 বন্ধু ভাসে নয়নধারায় ॥

দশম দশা ।

লোকা ।

প্রেম-সরোবর-নীরে হাসিত নলিনী ।

(নীরে নলিনী হাস্‌ত রে) (প্রেম-সরোবর-নীরে)

(শ্যাম প্রেম-সরোবর-নীরে) (সে, ঢল্‌ত প্রেমে ধীরে ধীরে)

(তপন সোহাগ ভরে) (শ্যাম তপন সোহাগভরে)

বিনোদ-তপন বিনে বুঝি অনাধিনী ॥

(বুঝি অনাধিনী রে) (প্রেমেতে বঞ্চিতা হ'য়ে)

১। গগন চন্দ্রমা যেন পড়িয়ে ধূলায় ।

(চাঁদ ধূলায় যে পড়ে রে) (বিধির আবার একি বিধি)

(এ যে প্রেম পয়োধির নিধি) (শ্যাম, প্রেম-পয়োধির নিধি)

ছিন্নমূল স্বর্ণলতা ভূমে গড়ি যায় ॥

(এ যে স্বর্ণলতা গো) (ছিল সহকারে ধরে)

(ছিল শ্যাম-সহকারে ধরে) (তবে কেন ধূলায় পড়ে)

গড়্‌ খেমটা ।

২। বয়ানে কালিমা রেখা নাহি সুধা ভাষ ।

(কথা ফুরাইল) (আধ আধ প্রেমকথা)

(প্রেম অমিয় জড়িত কথা) (ধনো কি যেন পেয়েছে ব্যথা)

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহু করে গ্রাস ॥

(রাহু গরাসিল) (প্রেম পূর্ণিমার শশী)

(শ্যাম, প্রেম পূর্ণিমার শশী) (ধনীর শশীমুখ হ'ল মসৌ)

ঠংরী ।

- ৩। দক্ষম দলায় ভূমে পড়ে কমলিনী ।
 যেন কুঞ্জবনে কত ফুটেছে নলিনী ॥
 (কত কমল বা ফুটেছে) (কিশোরী কমল ফুটে)
 (চোদকে আলো করে) (নিকুঞ্জ বাসর ঘরে)
- ৪। নাভিপদ্য মুখপদ্য আঁখিপদ্য তার ।
 (এ কি পদ্যবন গো) (এক, রাইপদ্যে এত পদ্য)
 পাদপদ্য নখে কোটি শশী শোভা পায় ॥
 (শশী পদে যে শোভে রে) (যেন, স্বীয় ধাম, ত্যজ্য করে)
 (আছে, রাধাপদ নখো 'পরে)

দশকুশী ।

- ৫। ধূলাতে ধূসর ভঙ্গ, নাহি প্রেম রসরঙ্গ,
 ভঙ্গ সব ত্রিভঙ্গ বিহনে ।
 (সব ভঙ্গ যে হ'লো রে) (নিকুপম রসরঙ্গ)
 (বিনা সে বাঁকা ত্রিভঙ্গ) (বুঝি লীলাখেলা হ'ল সঙ্গ)
- ৬। স্থলিত কবরীপাশ, এলায়েছে নীলবাস,
 বিরহিনী পড়ে অচেতনে ॥
 (ধনীর চেতনা নাই রে) (দারুণ বিরহ শরে)
 (পোড়া দেহ ভূমে প'ড়ে) (হেরিয়া প্রাণ বিদরে)

গড়খেমটা

৭। ভালে উঠিয়াছে আঁখি, উড়ে গেছে প্রাণপাখী,
শূন্য করে ও দেহপিঞ্জর ॥

(পিঞ্জর শূন্য পড়ে) (উড়ে গেছে প্রাণপাখী)
(ভালেতে উঠেছে আঁখি) (নিমিষহীন মৃগ আঁখি)

৮। দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল, নবদ্বার বন্ধ ভেল,
শোকে জগদ্বন্ধু জরজর ॥
(দেহ পড়ে যে আছে) (দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেছে)
(তারা, আত্মাসনে চলে গেছে) (নবদ্বার বন্ধ আছে)

দশম দশা ।

তাল—একতাল ।

কুঞ্জবনে কমলিনী কুঞ্চিত আননে ।
করেন বিলাপ বহু বিনোদ বিহনে ॥
(থেকে থেকে যে কাঁদে রে) (বঁধুয়া বিহনে সতী)
(পরাণ কাঁপির অতি) (বিনা সে গোলোকপতি)

১। কোথা পীতবাস পদ্মপলাশলোচন ।
দয়া করে অধীনেরে দাও দরশন ॥
(বহু দিন গত হ'ল) (দেখি না মুখ-কমল)
(আর, কত বা করিবে ছল) (আর কত বা কাঁদাবে বল)

ভাল—ঠুংরী ।

- ২। কলহীন বৃক্ষরাজি, গন্ধহীন ফুল ।
 গোকুলে অকুলে রেখে দিবে না কি কুল ।
 (কুল দিবে কিনা গো) (অকুলে গোকুলে রেখে)
- ৩। নীরবিল শ্মশি শুক, অল না শুষ্করে ।
 পাপিয়া কোকিল কাকাতুরা না কুহরে ॥
 (তারা নীরবিল) (না হেরিয়া তুরা মুখ)
 (তাদের, হৃদয়ে নাহি গো স্থখ) (সদা, বিদগ্নিয়া যায় বুক)

ভাল—গড় খেমটা ।

- ৪। শ্মশি শুক সব, হইল নীরব,
 নাহি গায় রস-গান ।
 কোকিল পাপিয়া, কাকাতুরা টীয়া,
 সব দুখে ত্রিসমান ॥
- ৫। নাহি কুঞ্জশোভা, মুনি-মনোলোভা,
 শোভাহীন ব্রজধাম ।
 তোমার বিহনে, বিষহ দহনে,
 বুঝি বাধু মরিলাম ॥

ভাল—দশকুশী ।

- ৬। এত যদি ছিল মনে, কেন ব্রজবাসিগণে,
 প্রাণে নাহি বধিলে মাধব ।
 পুনঃ দরশন আশে, আছি শ্যাম শূণ্যবাসে,
 মনোব্যথা মনে র'ল সব ॥

তাল—গড় খেমটা ।

৭। ছিল না করমে লেখা, আর না হইল দেখা,
কাঁদিতে কাঁদিতে দিন গত ।
কোথা শ্যাম প্রিয়তম, মরণ নিকট মন,
চলিলাম জনমের মত ॥

তাল—লোফা ।

৮। এ বড় রহিল দুঃখ, না হেরিনু চারু মুখ,
অন্তিম সময়ে একবার ।
(দেখা হ'ল না হ'ল না) (আমার, কেঁদে কেঁদে দিন গত)
(এখন যাই এ জনমের মত) (যেন পরকালে পাই পদ)
৯। বাঞ্ছা রহিল অন্তরে, যেন জন্মজন্মান্তরে,
তোনা ধনে পাই বারে বার ॥
(অন্না চাই না চাই না) (ওহে কৃষ্ণ! তোমা বিনে)
(যদি, কিনে রেখেছ চরণে) (কিছু, নাহি জানি তোমা বিনে)
(নাহি অন্না আকিঞ্চন) (যেন, দেহান্তরে পাই স্ত্রীচরণ)

তাল—গড় খেমটা ।

১০। বলিতে বলিতে প্যারী নয়ন মুদিল ।
শুকাল কমলমুখ চলিয়ে পড়িল ॥
(রাই ঢলে যে প'ল) (কৃষ্ণ কথা কইতেছিল)
হরিগুণ গাইতেছিল) (গাইতে গাইতে কি হইল)
(বুঝি সোণার কমল শুকাইল)

তাল—ঠুংরি ।

- ১১। দাস জগদম্বু বলে শুন সখিগণ ।
 কর্ণমূলে শ্যামনাম গাও সর্বজন ॥
 (শ্যামনাম যে গাও রে) (বিরহ-ব্যথিতার কাণে)
 (তবে ত বাঁচিবে প্রাণে) (ও রাই, বিরহ ব্যথিতার কাণে)
 (ও তায়, তোল নাম সুখা দানে)
-

দশম দশা ।

তাল—লোফা ।

- বিরহিনী কমলিনী দশম দশায় ।
 (ধনী পড়ে যে আছে গো) (দারুণ বিরহ তাপে)
 কষিত কাঞ্চন অঙ্গ ধরণী লোটিয় ॥
 (ধূলায় গড়ি যে ধায় রে) (কষিত কাঞ্চন অঙ্গ)
 (ফুরায়ছে রসরঙ্গ) (ধনীর ফুরায়ছে রসরঙ্গ)

- ১। ধূলি ধূসরিত তনু মাধব বিহনে ।
 (বুঝি বেঁচে নাই বেঁচে নাই) (সোণার মুখ কালি হ'ল)
 (দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল) দেহের নবদ্বার রুদ্ধ হ'ল)
 কাঁদে সব সখিগণ শোকাবুল মনে ॥
 (তারা সবে যে কাঁদে গো) (কমলিনীর মুখ চেয়ে)
 (তাঁদের বায় বুক বিদরিয়ে)

গড় থেমটা

২। হা কিশোরী প্রাণেশ্বরী, কোথা যাও পরিহারি,
যেও না যেও না একাকিনী ।

(একা যেও না রাই) (সঙ্গে করে নিয়ে চল)

(মোদের সঙ্গে করে নিয়ে চল) (তোর দাসীগণ পড়ে র'ল)

(চির-দাসীগণ পড়ে র'ল) (মোদের ভাগ্যে এই হ'ল)

(শেষে মোদের ভাগ্যে এই হ'ল)

৩। মোরা তোর চিরদাসী, ও চরণ অভিলাষী,
কর না কর না অনাথিনী ॥

(ফেলে যেও না রাই) (মোরা, শ্যাম বিরহের বিরহিনী)

(রাধে, মোরা কালা-কলঙ্কিনী) (এখন পথের কান্দালিনী)

(মোরা, তোর চিরসঙ্গের সঙ্গিনী) (রাধে, হব তোর অনুগামিনী)

৪। তুমি শ্রীরাধিকা, পরাণ অধিকা,
প্রেমের পুতলিখানি ।

সব সখীগণে, জীবনে মরণে,

তোমা বিনে নাহি জানি ॥

৫। তোমার বিহনে, কি কাজ জীবনে,
যেয়ে যমুনার তীরে ।

তোরে বন্ধে করি, বলে হরি হরি,
ডুবিল শ্যামল নীরে ॥

ঠুংরি

- ৬। শ্রবণে বদন রাখি বিশাখা সুন্দরী ।
 সুধামাখা শ্রামনাম গায় উচ্চ করি ॥
 (শ্রামনের নাম যে গায় রে) (শ্রবণে বদন দিয়ে)
 (সপ্তমেন্তে মিলাইয়ে) (নীলাকাশে মিলাইয়ে)
- ৭। বঁধু ভ্রমে বিশাখায় নেহারে কিশোরী ॥
 ভণে জগদ্বন্ধু সবে বল হরি হরি ॥
 (সবে হরি বল রে) (কি বলিয়ে এলে ভবে)
 (কি কাজে বা এলে ভবে) (শেষে কিবা গতি হবে)
 (এ সকল কোথা রবে) (শমন এসে বাঁধবে যবে)
 (ভাই রে বল কি উপায় হবে) (তোমার ধনজন পড়ে রবে)
 (তব সঙ্গে সাথী কেউ না হবে) (হরিপদে স্থান হবে)
 (হরি হরি বল সবে)
-

মুচ্ছাভঙ্গ ।

- ঢলে পড়িল কমলিনী, নিশাতে যেন নলিনী ।
 কাঁদে গোপনারী, শুক শারী, শিখিনী কুরঙ্গিনী ॥
- ১। ছিন্নমূললতা-প্রায়, ধনী ভ্রমে গড়ি যায়,
 তুলা ধরি, সখীগণ দেখিছে নাগায় ;
 রাই আছে কিবা ছেড়ে গেল ভাবে সব গোপিনী ॥

- ৬। আমরা মরিব যবে, বঁধু এসে কিবা কবে,
 তো বিনে কি রাখিবে জীবন গো ॥
 (সে কি বাঁচিবে গো) (তুমি যদি মর রাখে)
 (তবে সে বাঁচিবে কোন সাধে)
 হলপাণি ধরি হল, সৃষ্টি দিবে রসাতল,
 বাধা না শুনিবে সঙ্কৰ্ণ গো ॥
 (বাধা মানবে না গো) (বড়, অভিমানি হলধর)
 (ও সে বিনাশিবে চরাচর) (ও রাই কেন সৃষ্টি নাশ কর)
 (রাখে, মোদের বচন ধর) (মো সবারে ত্যজি কেন মর)

তাল— ঠুংরি ॥

- ৮। ললিতা ধৈর্যজ ধরি কর্ণে নাম'গায় :
 চমকিতা কমলিনী চারিদিকে চায় ॥
 (চারিদিকে যে চায় রে) (চমকিতা হ'য়ে রাই)
 (ভাবের বলিহারি রাই)
- ৯। ভগদক্ষু বলে শুন সকল সঙ্গনী।
 রাইকে ঘিরিয়ে সবে দাও হরিশ্বনি ॥
 (হরিশ্বনি যে দাও রে) (রাধানাম সুধা পিয়ে)
 (জুড়া'বে ত্যাপিত হিয়ে) (রাধারাণীর জয় দিয়ে)
 (বন্ধু বলিছে নাচিয়ে)

মুচ্ছাভঙ্গ ।

তাল—একতাল ।

ধরাসনে পড়ে আহা রাই কমলিনী ।

ভানুর বিহনে যেন মুদিতা নলিনী ॥

অপরূপ রূপশশী মলিন হইল ।

অকালে কুসুমকলি ঝরিয়া পড়িল ॥

(ফুল ঝ'রে প'ল) (সাধের ফুল ঝ'রে প'ল)

১।

দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল নবদ্বার বন্ধ ।

নাহি সে কমলমুখে হাসি মন্দ মন্দ ॥

(হাসি ফুরাইল) (প্রেমের হাসি)

গড় খেমটা ।

২।

রাইকে নিরখি,

কাঁদে সব সখী,

শিরেতে হানিয়ে কর ।

একি হ'ল হায়,

রাই ছেড়ে যায়,

শুকায়েছে চন্দ্রাধর ॥

৩।

কোথা রসময়,

নিঠুর নির্দয়,

হারালি হৃদয়ধনে ।

মোরাও সকলে,

যমুনার জলে,

পাশ্বিৰ প্যারীর সনে ॥

৫। এতক বলিতে, কর্ণে নাগ দিড়ে,
 চাহিলেন হরিণনয়নী ।
নিরুজ্ব বাসরে, গোপী সরোবরে,
 আধ আধ ফটল নলিনী ॥

তাল—ঠুংরি ।

৬। উঠিলেন কমলিনী প্রেমে ঢুলি ঢুলি ।
সকল গোপিনী মিলি মুছাইছে ধূলি ॥
(মরি কিবা শোভা) (প্রেমে ঢুলু ঢুলু প্যারী)
(ভাবের বালাই লয়ে মরি)

৭। রাই ল'য়ে গৃহে যায় যত সহচরী ।
 ভনে জগদ্বন্ধু সবে বল হরি হরি ॥
 (সবে হরি যে বল রে) (হৃদয় খুলে) (সংসার ভুলে)
 (ত্যজ মোহ হলাহল) (সবে হরি হরি বল)

প্রভাস যজ্ঞ ।

শ্রীদাম উক্তি

তাল—একতাল ।

প্রভাসে করেন যজ্ঞ কৃষ্ণ বলরাম ।

ধেনুবৎস ল'য়ে দ্বারে আসিল শ্রীদাম ॥

(ধেনু ল'য়ে যে এল রে) (কানু দরশন তরে)

(রহিতে নারিল ঘরে)

১। প্রবেশ করিতে দ্বারী পথ নাহি দিল ।

কোথা রে কানাই বলি ডাকিতে লাগিল ॥

(তুই কোথা যে বলি রে) (দ্বারী নাহি দিল পথ)

(বুঝি, না পূরিল মনোরথ) (ক্ষতবর্ষ হল গত)

দশকুশী ।

২। শ্রীদাম ডাকিছে দুঃখে, বচন না সরে মুখে,

কোথা বলি জীবন কানাই ।

নন্দ-যশোমতী দ্বারে, এল তোরে দেখিবারে,

ললিতাদি'সখী সনে রাই ॥

৩। লইয়ে গোধনপাল, এসেছে সব রাখাল,

সুবল সুদাম বসুদাম ।

দ্বারী নাহি দিল পথ, না পূরিল মনোরথ,

শেষে কিরে এই পরিণাম ॥

গড় খেমটা ।

- ৪ । কীর সর যশোমতী রাখে থরে থরে ।
 বড় আশা কানু রে তোর দিবে চন্দ্রাধরে ॥
 (মনে বড় যে আশা) (রাখিয়াছে থরে থরে)
 (দিতে রে তোর চাঁদ অধরে) (ও সে, আর কিছু জানে নায়ে)
- ৫ । কেঁদে কেঁদে নন্দরাণী হইয়াছে অন্ধ ।
 তুয়া বিনে গোপকুলে সব নিরানন্দ ॥
 (তারা সবে যে কাঁদে) (তোমা ধনে হারাইয়ে)
 (তোর বেনুগান না শুনিয়া) (যদি সবারে এলি ত্যজিয়ে)
 (কেন এলি নায়ে বিনাশিয়ে)
- ৬ । হারে রে নিষ্ঠুর তোরে যায় কি পাসরা ।
 জীবন থাকিতে সবে হ'য়েছিল মরা ॥
 (সবে মরে যে ছিল) (নারদ এসে জিয়াইল)
 (বীণা-গানে প্রাণ দিল) (নইলে, শূণ্য দেহ পড়েছিল)
- ৭ । তো বিনে কেশব, ব্রজবাসী সব,
 শবপ্রায় পড়েছিল ।
 নারদ বাইয়ে, বীণা বাজাইয়ে,
 সকলের প্রাণ দিল ॥
- ৮ । রাজহু পাইয়ে, নিষ্ঠুর হইয়ে,
 ব্রজলীলা পাসরিলি ।
 প্রভাসে আসিয়ে, যজ্ঞ আরম্ভিয়ে,
 মো সবারে না ডাকিলি ॥

৯ আমরা কান্দাল, ব্রজের রাখাল,
 সাহি জানি চতুরালি ।
 সম্বর সম্বর, চক্র চক্রধর,
 দেখা দাও বনমালী ॥

১০ । আবার, বন্ধু অভিমত, কাঁদিয়ে বা কত,
 শুন রে শ্রীদাম ভাই ।
 তবে পাবে ফল, যশোদারে বল,
 ডাকিতে প্রাণ কানাই ॥

ঠুংরী ।

১১ । করষোড়ে বলে দাস না হও চঞ্চল ।
 এখনি আসিবে হরি ভকত-বৎসল ॥

(তারে হৃদে যে ভাব রে) (সে সকলই করিতে পারে)
 (কিন্তু ভক্তের দুঃখ সইতে নারে) (শুন সাধুজন যত)
 (ভজ তারে অবিরত) (ক্রমে হ'ল দিন গত)
 (আসিতেছে রবি-স্নাত) (শুন রে সব ভকত)

প্রভাস যজ্ঞ ।

যশোদা-উক্তি ।

ভাল—একতালা ।

যজ্ঞদ্বারে যশোমতী যুড়ি দুই পানি ।
 চক্ষে বারি দ্বারী অগ্রে করেন মেলানি ॥

(করবোড়ে যে যাচে রে) (দ্বার ডাড়িবার তরে)

(দু'নয়নে নীর ঝরে) (মুখে না বচর সরে)

১। দয়া করে দ্বারী মোরে মুক্ত কর দ্বার ।

আমি নন্দরাণী, রাজমাতা যে তোমার ॥

(আমার যেতে দে যেতে দে) (গোপালেন্নে দেখে আসি)

(বুঝি, গোপাল আমার উপবাসী) (ও সে, দ্বীর সরে হবে খুসি)

(একবার, দেখি রে সে মুখশলী)

তাল— গড় খেমটা ।

২। ক্রোধে কহে দ্বারী, কোন হার রাড়ী,
ভাগ্ বা হিঁরাছে স্বরা ।

কাহে কোরে গোল, না শুনত বোল,
লাঠিছে লুটা'ব ধরা ॥

৩। রাজাকা হুকুম, না কর জুলুম,
শুন রে বুড়িয়া মাই,
লেড়কা লোক সাথ্, বুঝা নাহি বাত,
কাহে তু এতনা গাই ॥

৪। যব্ ভুক্ লাগে, রহ একভাগে,
মিলেগা বহুত চিজ ।
জিলেবী কচুরী, বালুসাই পুরী,
সেঁও মেওয়া কিসমিস ॥

৫। যব রাজমাতা, কাহে রে বিধাতা,
কর দিয়া কান্সালিনী ।

বুড়ি বাত্ হিঁয়া, মৎ কহ মাইয়া,
বৈঠ রহ ভিখারিণী ॥

৬। জাঁপি জলে ভাসে বুক হাতে ক্ষীর সর ।

কোথা রলি নীলমনি খেয়ে যা সত্তর ॥

(এসে খেয়ে যা রে) (কোথা রে বাপ নীলমনি)

(ও বাপ, খেয়ে যা রে ক্ষীরননী) (মোরা এসেছি তোর কথা শুনি)

(কোথা রে দুঃখিনীর জীবন) (বুঝি, তো বিহনে যায় রে জীবন)

৭। যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করে যজ্ঞেশ্বর হরি ।

হস্তে ছিল স্বর্ণ ঝারি ভ্রাম গেল পড়ি ॥

(ঝারি পড়ে যে গেল রে) (কি যেন বা মনে প'ল)

(হৃদয় চঞ্চল ভেল) (বুঝি, মা যশোদা মনে হ'ল)

(নয়নে বহিছে জল) (বুঝি ব্রজলীলা মনে প'ল)

(শ্যামের আমার একি হলো)

তাল—গড় খেমটা ।

৮। মা মা বলিয়ে গোপাল ডাকে উভরায় ।

কোথা গো মা নন্দরাণী কোলে নে আমায় ॥

(আমায় কোলে নে মা) (ওমা, এল মা তোর নীলমনি)

(ওমা, খেতে দে মা ক্ষীরননী) (মাগো ক্ষুধাতে আকুল প্রাণী)

(কোথা গো মা কান্সালিনী) (কোথা গো মা নন্দরাণী)

শ্রীশ্রীসংকীৰ্ত্তন পদাবলী।

দশকুশী ।

৯। নারদ বলে মুরারি, এ খেলা বুঝিতে নারি,
কত লীলা জান লীলাময় ।

তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, তুমি চন্দ্র দিবাকর,
তোমা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥

১০। তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ, নমঃ কৃষ্ণ ত্রিবিজ্ঞান,
ভকতনন্দন দামোদর ।

রাজবেশে মা যশোদা, চিনিতে নারিবে কদা,
ব্রজের রাখাল বেশ ধর ॥

ঠুংরী ।

১১। যোগবলে ঋষিরাজ সাজাইয়ে দিল ।

বন্ধু বলে মাতৃকোলে গোপাল উঠিল ॥

(মায়ের কোলে যে উঠল রে) (হেলে দুলে নন্দলাল)

(কীর সর খায় লাল) (স্নুখে, নাচে গায় সকল রাখাল)

(অঙ্গ, চাটিছে গোধনপাল) (দ্বিজ, জগৎ বলে হ'ল ভাল)

প্রভাস যজ্ঞ ।

রাই উক্তি ।

তাল—একতাল ।

প্রভাস যজ্ঞের দ্বারে সখীগণ সনে ।

আসিলেন কমলিনী শ্যাম দরশনে ॥

শ্রীশ্রীসংকীৰ্তন পদাবলী ।

৮৯

(ধনী দেয়ে যে এল রে) (সুখ সন্মিলন তরে)

(বনফুল মালা করে)

১। ললিতা বিশাখা বৃন্দা চিত্রা রত্নদেবী ।

তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা সঙ্গতে শুভদেবী ॥

(সবে-রাইয়ে ঘেঁরে রে) (চম্পকলতার সনে)

(কি জানি ক হ'ল মনে)

ঠুংরি ।

২। হস্তে বাড়ি দ্বারিগণ দ্বার আবরিষ ।

অপমানে কমলিনী বসিয়ে পড়িল ॥

(ভূমে বসে যেন প'ল রে) (নিদারুণ অপমানে)

(কপালে কঙ্কণ হানে) (শ্যামের বিরহ-বাণে)

গড়্‌খেমটা ।

৩। কেঁদে বলে প্যারী, কোথা গিরিধারী,

না হেরিষু চাঁদমুখ ।

কি হ'তে কি হল, অমৃতে গরল,

বিদরিয়ে যায় বুক ॥

৪। মিলন লাগিয়ে, আইনু খাইয়ে,

দ্বারে এসে কি বিদায় ।

তোমার বিরহে, পরাণ না রহে,

কোথা র'লে শ্যামরায় ॥

৫। রাজার নন্দিনী, হ'য়ে কাললিনী,
আইলাম ভব ভরে ।

যা হবার হ'ল, আর কিবা বল,
বুঝি প্যারী প্রাণে মরে ॥

৬। যজ্ঞের আহুতি দিতে শুনিলেন শ্যাম ।

কমল নয়নে নীর বারে অবিরাম ॥

(বারিধারা যে ঝরে) (স্তবিমল গগু ব'য়ে)

(মুক্তাফলনিভ হ'য়ে) (যেন নীলপদ্মে বৃষ্টিবিন্দু)

দশকুশী ।

৭। ঠমকে ঠমকে যায়, মৃগ আঁখিঠারে চায়,
পীতধড়া করে বলমল ।

চরণে নূপুর বাজে, শ্রীকরে মুরলী সাজে,
প্রস্ফুটিত শ্রীমুখকমল ॥

৮। শ্যাম আগমন জানি, হেথা নটরাজরাণী,
হেটমুখে বসিলেন মানে ।

আসি শ্যাম নটবর, যুড়িয়ে যুগল কর,
সাধিছেন আকুল পরাণে ॥

ঠংরি ।

৯। কাদিতে কাদিতে শ্যাম ভূমে গড়ি যায় ।

অমনি পড়িল শির কিশোরীর পায় ॥

(হার কোথা লুটাব) (রাই পদে লুষ্ঠিত মাথা)

(দেহ বা লুটাব কোথা) (কে বুঝিবে মর্শ্ব কথা)

গড়খেমটা ।

১০ । উঠিলেন কমলিনী মান হ'ল দূর ।

মিলিলেন রাধাশ্যাম মরি কি মধুর ॥

(দৌহে দাঁড়া'ল রে) (শ্যামের বামে কমলিনী)

(যেন, কালমেঘে সৌদামিনী) (শুন সব সাধুজন)

(যদি, হেরিবে নব মিলন) (তবে, নিরুজ্জনে কর সাধন)

(জগদঙ্গুর এই আকিঞ্চন ॥)

চৈতন্য-প্রচারণ

নাচে গোর। রসে ভোরা কিবা আবেশে অবশ অঙ্গ ।

ভাবে গড়গড়, চরচর, করে মরি কত রঙ্গ ॥

১ । রুন্নু রুন্নু রুন্নু রুন্নু বার্জিছে চরণে ।

শুনি শুনি, গুন্ গুন্, করে অলিগণে ॥

(অলি গুন্ গুন্ করে) (পদতলে, গুন্ গুন্ করে)

(গোরার পদসুখা পিবার লাগি)

২ । চারিদিকে প্রিয়জন আনন্দে মগন ।

খোল করতালে করে মধুর কীর্তন ॥

(কি আনন্দ রে) (হরিনামের কি আনন্দ রে)

৩। ভাবাবেশে সীতানাথ গভীর গরজে ।
 সুর-নর-খেচর মহানন্দে সাঙে ॥
 ('সবে ভোর রে) (হরিনামে সবে ভোর রে)
 (রাধানামে সবে ভোর রে)
 (রাধাপ্রেমের বন্যার জলে সবে ভোর রে)

গড় খেমটা ।

৪। হরিনাম ধ্বনি, শুনি সুরধুনী,
 উজান বহিয়া যায় ।
 বীচিমালা ল'য়ে, পুলকিতা হ'য়ে,
 প্রেমভরে চে'য়ে রয় ॥

৫। হরিনাম ধ্বনি, ছাইল অমনি,
 অবনী-অম্বরময় ।
 (আবার) ব্রহ্মা-হরিহরে, হরিষ অন্তরে,
 নেচে নেচে গায় জয় ॥

৬। বহিল প্রেমের বন্যা ভাসে জলস্থল ।
 গভীরে ডুবিয়ে র'ল ভকত সকল ॥
 (সবে ডুবে যে র'ল রে) (রাধাপ্রেমের বন্যার জলে)
 (ভকত মকর যত) (তাদের চিরসাধ পূর্ণ হ'ল)
 (অগাধ গভীর জলে)

৭। তুমুল তরঙ্গ আর আনন্দ উচ্ছ্বাস ।
 বঞ্চিত করম দোষে জগদ্বন্ধু দাস ॥

(ভাগ্যে হল না হল না) (গুরু অপরাধী আমি)
 (বৈকুণ্ঠ অপরাধী আমি) (আমি, হইলু নরকগামী)
 বন্ধু হইল নরকগামী)

চৈতন্য-প্রচারণ

প্রেমে নাচে প্রেমে বাচে
 আমার সোনার নিতাই চাঁদে ।
 ভাবে টলমল অবিরল
 প্রেমে লও বলে কঁাদে ॥

একতালা ।

১। অঘাচিত কুপাকারি নিত্যানন্দরায় ।
 আয় বলে, বাহু তুলে ডাকে উভরায় ॥
 (বড় দয়াল রে) (যেচে প্রেম দেয়)

গড় খেমটা

ঘূর্ণিত আকর্ষণ আঁধি প্রেমে ছল ছল ।
 পতিতেয়ে কোলে ধ'রে বলে হরিবল ॥
 (দয়ার সীমা নাই) (যারে তারে প্রেম বাচে)

৩। আয় আয় ব'লে, ডাকিছে সকলে,
 পাপী তাপী কে কোথায় ।

রাধা প্রেমধন,

অদেহ রতন

দিবরে কে নিবি আর ॥

৪।

গুপ্ত ভাণ্ডার,

এনেছি এবার,

সকলে বিলাব ভাই ।

কে কোথা আছিস,

আর না ভুলিন্,

আর গোরগুণ গাই ॥

ঠংরি ।

৫।

এত বলি নিত্যানন্দ ছাড়ে হুহুকার ।

বহিল প্রেমের বন্যা ভাসিল সংসার ॥

(ধরা ভেসে যে গেল রে) (রাধাপ্রেমের বন্যার জলে)

৬।

ত্রিলোক হইল ধগু বাড়িল উল্লাস ।

বঞ্চিত আপন দোষে জগদ্বন্ধুদাস ॥

(ভাগ্যে ছিলনা ছিল না) (যেমন কর্ম তেমন ফল)

(যেমন কর্ম তেমন হ'ল) (বন্ধুই বঞ্চিত হ'ল)

(সবে হরি হরি বল)

প্রার্থনা ।

তাল—লোফা ।

হা কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু পতিতপাবন ।

(আমার কিবা হবে নাথ) (বুধা কাজে দিন গেল)

(আমার রিপুসেবায় দিন গেল) (সদা রিপুসেবায় দিন গেল)

(মানব জনম বুধা গেল) (এমন সাধের জনম বুধায় গেল)

(বড় সাধের জনম বুধা গেল) (দিনত ফুরায়ে গেল)

(প্রভু দিনত ফুরায়ে গেল) (বুঝি নিকটে শমন এল)

দাস বলে' দয়া কর মুই অভাজন ॥

(আমার ত্রাণ কর নাথ) (পতিতপাবন নাম ধরে')

১। দয়া কর অবধূত বনুধা জীবন ।

(আমার দয়া করহে) (ওহে পদ্মাবতীর নন্দন)

(ওহে, জাহ্নবা জীবন) (ওহে ও বনুধা জীবন)

(ওহে, নিতাই ত্রিলোকতারণ) (নিত্যানন্দ পতিতপাবন)

পদ্মাবতীর প্রাণধন অন্ধের নয়ন ॥

(তুমি কান্সালের ধন হে) (কান্সাল বড় ভালবাস)

দশকুশী ।

২। কোথা শান্তিপুৰেশ্বর, কিঙ্করে করুণা কর,

কোথা মোর প্রাণ গদাধর-।

(আর কি দেখা পাব হে) (কোথা শান্তিপুৰেশ্বর)

(কোথা প্রাণ গদাধর) (গৌর প্রাণ গদাধর)

(প্রাণের প্রাণ গদাধর) (গদাধর জগদধর)

(প্রেমনিধি গদাধর) (গদাধর প্রেমধর)

(প্রেম দানে কর পার)

৩। কোথা দয়াল শ্রীবাস, বাসুদেব হরিদাস,
রূপস্বরূপ দামোদর ॥

(আর কি দয়া হবে হে) (কোথা দয়াল শ্রীবাস)

(বাসুদেব হরিদাস) (রূপ স্বরূপ গৌরীদাস)

(নাশ মোর মায়াপাশ) (কীট কন্দ বন্ধ কীস)

(এ বড় মনের আশ) (প্রেমদানে লহ পাশ) (লহ দাসে নিজপাশ)

(দাসে ক'রোনা নৈরাশ) (চিরদাসেব্রে করোনা নৈরাশ)

গড়্‌ খেমটা ।

৪। ত্রিলোকভারণ, ত্রিতাপহরণ,
কোথা গৌরভক্তবৃন্দ ।

বন্ধু মায়াপাশে, উদ্ধার এ দাসে,
দিয়ে চরণাবিন্দ ॥

৫। দিয়ে শুদ্ধাভক্তি, কর অনাসক্তি,
কামিনী কাঞ্চনঘণ্টে ।

পিয়ে প্রেমসুখা, যাবে সব ক্ষুধা,
যজিষ গৌরাজ রসে ॥

প্রার্থনা ।

গড় খেমটা ।

রূপা পাব, ব্রজে যাব, অমনি পশিব শ্রীবৃন্দাবনে ।
কুঞ্জে মেগে খাব, গুণ গাব, বেড়াইব বনে বনে ॥

একতালা ।

১। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ।

মাধব রাধাবল্লভ, শ্রীরাধারমণ ॥

(কবে দেখা পাব) (চির সাধ পূর্ণ হবে)

দামোদর শ্যামসুন্দর গিরিধারী ।

বিনোদ-বল্লভিকান্ত বঙ্কবিহারী ॥

(কবে দরশিব) (সাদরে হৃদয় ভরে')

৩। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন ।

গোকুল কালিন্দীকুল কুসুমকানন ॥

(কত সাধ আছে) দরশিব লুটাইব)

গড় খেমটা ॥

৪। হা গোরাক্স বলে' কবে কুতূহলে,

ভ্রমিব দ্বাদশ বন ।

বৃষভানুপুর,

যাবট মধুর,

নন্দগ্রাম সূদর্শন ॥

৫। কুণ্ডে কুণ্ডে স্নান, করি সমাধান,

আসিব রাসমণ্ডলে ॥

নয়নে নেহারী, ছু'বাহু পঙ্খারি,
লুটা'ব হা রাধা বলে ॥

৬। ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করিবেন আলিঙ্গন
জড় হেন পড়িব চরণে ।

(মুই প'ড়ে যে রব মা) (ঠাকুর বৈষ্ণব পদে)

৭। কৃপা আঞ্জা ধরি শিরে, ভাসিব নয়ননীরে,
দাস হব দেহপ্রাণমনে ॥

(পদে বিকাইব মা) (চির সাধ পূর্ণ হবে)

ঠুংরি ।

৮। বৈষ্ণবকণিকা আর করপুটে পান ।
করঙ্গ কোপীন ডোর বাহু উপাধান ॥

(বড় আশা যে আছে গো) (বিরক্ত বৈষ্ণব হব)

৯। সদা রজ-স্নাত-তনু তরুতলে বাস ।

বড় সাথে বুক বাঁধে জগদ্বন্ধুদাস ॥

(মোরে দয়া কর হে) (গুরু গৌর বৈষ্ণবগণ)

(এই বিনে গতি নাই) (বন্ধুর অন্য গতি নাই)

(পাদপদ্মে দেও ঠাই)

প্রার্থনা ।

তাল—লোফা ।

হা রাধাগোবিন্দ বলে কবে ব্রজে যাব ।

(আমি ব্রজে যে যাব রে) (আমার দেহমনপ্রাণের আশা)

(আশা কি হবে নৈরাশা)

অতুল অমূল্য রজে, এ দেহ লুটাব ॥

(দেহ লুটাব রে) (অতুল অমূল্য রজে)

(ও সেই, ব্রজ গোপীর পদরজে)

১। ধ্বজবজ্রাক্রুশ চিহ্ন দেখিয়া ধূলায় ।

(আমি কবে বা দেখব রে) (ধ্বজবজ্রাক্রুশ চিহ্ন)

(আমার বাঁকা সখার পদরেখা)

কাঁদিতে কাঁদিতে বন্ধ পাতিব তাহার ॥

(বুক পেতে যে দিব রে) (ধ্বজবজ্রাক্রুশ চিহ্নে)

(আমার প্রাণকান্তের পদচিহ্নে)

(আমার রাধাকান্তের পদচিহ্নে)

(আমি, চিহ্ন হেরি লব চিনে)

২। সানন্দে বসিব কেলী কদম্ব ছায়ায় ।

(আমি বসে যে রব রে) (কেলী কদম্বের তলে)

(ও সেই কালিন্দী যমুনাকূলে)

আঁখি জল উপহার দিব যমুনায় ॥

(আঁখি জল যে দিব) (যমুনা তটিনীর জলে)

(আমি ডাকব রাধাকৃষ্ণ বলে') (আমি কাঁদব রাধাকৃষ্ণ বলে')

দশকুশী ।

৩। প্রদক্ষিণ বৃন্দাবন, নিধু-নিকুঞ্জকানন

বংশীবট যমুনা পুলিন ।

(জয় রাধা গোবিন্দ বলে')

(আমি প্রণবিব রে) (গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে)

(জয় রাধাকুণ্ড দরশনে)

তাল—লোফা ।

(আমি ভাবিব ভাবিব) (দক্ষিণে মুরলীধারী)

৬। কেঁদে রাধাকুণ্ড নীরে পরশিব ধীরে ধীরে,

দেখা কি দিবেন প্রাণেশ্বরী ॥

(আমায় দেখা কি দিবেন গো) (বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা)

(সেই রাসরসেশ্বরী রাধা) (আমার ঘুঁচিবে মনের বাঁধা)

গড় খেমুটা

৭। নিকুঞ্জকাননে সখীগণ সনে,

শ্যাম অভিসারে যাব ।

কুসুম বাসরে, রাধা দামোদরে,

একাসনে দেখা পাব ॥

৮। বন্ধু অভিমত, হব অনুগত,
 যুগল সেবার লাগি ।
 দৌহ দরশনে, দেহ প্রাণমনে,
 প্রেমধন লব মাগি ॥

একতালা ।

৯। সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ কুপায় রে ।
 দাস জগদ্বন্ধু যেন গোপীদেহ পায় রে ॥
 (আমায় দয়া কর) (সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ)
 (ব্রজের গোপিনীগণ) (ব্রজের ভকতগণ)
 (প্রাণের গৌর ভক্তগণ)

প্রার্থনা ।

ধর ধর হে শ্রীধর আমার পাতক-মন্দারভার ।
 দিয়ে রাজাপদ, কোকনদ, ভবান্নবে কর পার ।

একতালা ।

১০। ধর ধর চক্রধর, ধর সুদর্শন ।
 হরন্তু ইন্দ্রিয়গণে করহে শাসন ।
 (আমায় রক্ষা কর) (দারুণ ইন্দ্রিয় হ'তে)
 ধরি কোমুদকী, ও নন্দকী কুমতি কর বিদার ।

২। কোথা পীতবাস পদ্মপলাশলোচন।
প্রমত্ত প্রপঞ্চ করে করহে মোচন।
(আমায় মুক্ত কর) (এ পাপ প্রপঞ্চ হ'তে)
ত্বরা কর নাশ, শ্রীনিবাস, ষড়রিপু অহঙ্কার ॥

৩। হর হর মুরহর, করম প্রচণ্ড।
নন্দকে প্রাক্তন মোর কর খণ্ড খণ্ড।
(হরি হর হর) (কামনা করম যত)
মোরে দিয়ে শক্তি, নিরাশক্তি, কর কেশব এবার।

৪। পাঞ্চজন্ম শঙ্খনাদ কর জনার্দিন।
আতঙ্কে রহিবে দূরে রবির নন্দন।
(ভয়ে দূরে যাবে) (রব শুনে রবিস্মৃত)
কর দৃষ্টিপাত, দীননাথ, ডাকে পাপী অনিবার।

৫। হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৈটভদলন।
প্রসাদ পতিতে তব ত্রিলোকপালন।
(আমায় দয়া কর) (অধম পতিত বলে)
দাসে দিয়ে ক্ষেম, ভক্তি প্রেম' দেখাও মহিমা তোমার ॥

৬। জাগ হৃদয়-কমলে লক্ষ্মীনারায়ণ।
নেহারি নয়ন ভরে' অনন্ত শয়ন।
(আমায় দেখা দেও) (ক্ষীরোদ শয়নরূপে)
দিয়ে দরশন, পরশন, নাশ বন্ধু অন্ধকার ॥

প্রার্থনা ।

গড়্‌ খেমটা ।

ধর ধর বংশীধর তোমার দাসীরে গ্রহণ কর ।

মোর ধরি কর, গুণাকর, সকল সম্ভাপ হর ॥

একতালা ।

১। কর কর নাগর এ পাণিগ্রহণ ।
চির সাধ মাধব পূরাও এখন ॥
(সাধ পূরাও হে নাথ) (নাথ, এ পাণিগ্রহণ কর)

২। গুরুরূপা সখী বামে নেহারি নয়নে ।
নিরবধি রহিব চরণ সেবনে ॥
(মোরে সেবা দাও) (বারেক কটাক্ষ করে')

৩। শীতল ষমুনা জলে ধোয়া'ব চরণে ।
বন-কুসুম-চন্দনে পূজিব যতনে ॥
(সবে পূজিব) (কত কত বনফুলে)

ঠুংরি ।

৪। ক্ষীর সর নবনীতে কত বনফলে ।
যতনে তুলিয়া দিব বদন কমলে ॥
(সাধে তুলে যে দিব রে) (ক্ষীর সর বনফল)
(আর কপূ'রবাসিত জল) (প্রেমে হ'য়ে টলমল)

৫। সুবাসিত সলিলে করা'ব আচমন ।
বসা'ব রতনাসনে যুগল রতন ॥

(দৌহে বসাইব রে) (রতন আসনোপরি)
(নেহারিব আঁখি ভরি)

৬। ছু'করে চামর ধ'রে করিব বাতাস ।
ভাবাবেশে সেবা মাগে জগদ্বন্ধুদাস ॥
(মোরে সেবা যে দাও হে) (কোথা শ্রীরূপ মঞ্জুরী)
(কোথা ললিতা সুন্দরী) (কোথা বৃন্দাবনেশ্বরী)
(কোথা রাধে প্রাণেশ্বরী) (জগদ্বন্ধু দাসেশ্বরী)

প্রণতি।

রাগিনী খাম্বাজ—চৌতাল ।

নমস্তে মুরলীধর, মুকুন্দ বেনুবাদন ।
নমঃ হরি ব্যোমহারী মাধব মনোমোহন ॥
নমঃ নিকুঞ্জবিহারী, গিরি-গোবর্দ্ধনধারী ।
গহন কাননচারী, নমঃ কালীয়দমন ॥
অর্ণের নূপুর পায়, নখে শশী শোভা পায় ।
ব্রহ্মাদি ধ্যানে না পায়, নমঃ নিত্য, নিরঞ্জন ॥
পানিতল কোকনদ, স্ফটিকখচিত রদ ।
রাধাপ্রেমে গদগদ নমঃ যশোদাজীবন ॥
চৌদিকে গোপকামিনী, বামে রাই বিনোদিনী ।
নীল নীরদে দামিনী, নমঃ বন্ধু বিভূষণ ॥

সমাপ্ত ।

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

| | | |
|----------------------------|-----|---------------------------------|
| সংকীৰ্ত্তন পদামৃত | ১ | বন্ধুলীলা তরঙ্গিনী— |
| সংকীৰ্ত্তন পদাবলী | ৫০ | প্রথম খণ্ড |
| হরিকথা (ছাপা নাই) | ১ | দ্বিতীয় খণ্ড |
| মহানাম তত্ত্বমঞ্জরী „ | ১৭০ | তৃতীয় খণ্ড |
| চন্দ্রপাত মাধুর্য্যাবিন্দু | | বন্ধুস্মরণ মঙ্গল |
| মহানৃত্তারঙ্গ | | হরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল |
| | | শ্রীশ্রী প্রভুর শ্রীমূর্তি (৩০) |

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম, ডাহাপাড়া (মুর্শিদাবাদ)

ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী পাটুরাটুলী (ঢাকা)

“মহাউদ্ধারণ মঠ” ৫৯, মানিকতলা যেন রোড, কলিকতা

শ্রীভগবতী চরণ দত্ত, রাণীর চড় (নবদ্বীপ)

শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্ত, সিরাজগঞ্জ বাজার (পাবনা)

